সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিক

বিশেষ ই-সংস্করণ ২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত জওয়ানদের আমাদের শ্রদ্ধা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে

বিপর্যস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো ত্রাণ

রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি , জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত মাল মহকুমা কমিটির নেতৃত্ব

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

রাজ্য সম্মেলন ও ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটের সাফল্যকে সংহত করে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে

বিজয় শংকর সিংহ

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী রাজ্য কাউন্সিল-এর প্রথম সভা বিগত ১৪-১৫ মার্চ, ২০২০ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতিত্রয় গীতা দে, প্রশান্ত সাহা এবং মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতি কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরে প্রারম্ভিক বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, সারা বিশ্বে আর্থিক বৃদ্ধির হার কমছে। বর্তমানে তা ৩ শতাংশ। এই হার সর্বনিম্ন। উদারনীতির বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করছে। IMF, World Bank নির্দেশ দিচ্ছে--- আরও তীব্রভাবে উদারনীতিকে প্রয়োগ করে বিশ্বমন্দা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এর ফলে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা আরও বেশী করে আক্রান্ত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শুধু লড়াই-আন্দোলন নয়, ধর্মঘটও হচ্ছে। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভাজন করা হচ্ছে। এরই জন্য CAA-NPR-NRC নিয়ে আসা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। দেশের ২৫ কোটি মানুষ ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন এই বঞ্চনা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে। জে এন ইউ, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করছে এই সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। CAA-NPR-NRC-র বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছে। দিল্লিতে এই জন্য কেন্দ্রীয় শাসক দল দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিল। সম্পত্তি নষ্ট করা হলো, ব্যবসা নষ্ট করা হলো, ৫৭ জনকে খুন করা হলো, সারা বিশ্ব ধিক্কার জানাচ্ছে। একমাত্র বামপন্থীরাই আক্রান্ত মানুষের পাশে

করোনা মহামারি ও আমফান ঝড়ে বিধ্বস্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

একদিকে করোনা ভাইরাস সৃষ্ট 'প্যানডেমিক'-এর করাল গ্রাস থেকে বাঁচার লড়াই, অপরদিকে 'লকডাউন'-এর ফলে উপার্জনের ন্যূনতম সুযোগ বন্ধ—এই দুইয়ের যাঁতাকলে নিদারুণ যন্ত্রণায় পিষ্ট আমাদের দেশের, এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষ। এই পরিস্থিতিতে জনকল্যাণে যে ভূমিকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, গুণগত ও পরিমাণগত উভয় নিরিখেই তা অনুপস্থিত। কোভিড-১৯ জনিত অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরন্ন ও উপার্জনহীন মানুষের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার প্রশ্নে, রাষ্ট্র পরিচালকবর্গের কোনো অদৃশ্য পিছুটান থাকলেও, তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্বল নিয়েও সম্পূর্ণ মানবিকতার কারণেই এদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বামপন্থী গণসংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি। মিডিয়া প্রচারের আলোর বৃত্তের বাইরে থাকা এই মানবিক উদ্যোগগুলি বহু ক্ষেত্রেই এখন বিপর্যস্ত-দরিদ্র মানুষের 'লাস্ট-রিসর্ট'।

লকডাউন জারি হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের মানব উদ্যোগগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন ভূমিকা পালন করে চলেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সর্বস্তরের কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্যের সমন্বয়ে গঠিত 'ত্রাণ তহবিল'-এর সাহায্যে খাদ্য সামগ্রী এবং নিত্যব্যবহার্য (মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান প্রভৃতি) দ্রব্যাদি প্রতিনিয়ত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষের কাছে। এছাড়াও অস্থায়ী কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে গ্রামে হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে রান্না করা খাবারও। এইভাবে এ পর্যন্ত ১৪,৬৬৭টি পরিবারের মুখে সাময়িকভাবে হলেও হাসি ফোটানো সম্ভব হয়েছে। এর বাইরেও সংগঠনের দার্জিলিং, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১১,০৪৩টি পরিবারের হাতে রান্না করা খাবার তুলে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুলি ও বীরভূম জেলা কমিটি ঐ দুটি জেলার প্রসূতি মেয়েদের হাতে সুষম খাদ্য সামগ্রী বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। আমফান ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ মহকুমায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলিতে আমফান ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষদের কাছে ত্রিপুল, মশারি এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এই ধারাবাহিক উদ্যোগগুলি ছাড়াও, সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং জেলাস্তরের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে পত্র ও ডেপুটেশন মারফৎ চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা বিধানের দাবি জানানো হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনের দাবিকে রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই মর্মে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আপৎকালীন রক্তের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের উদ্যোগ জারি হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬১ জন রক্ত দান করেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিরলস উদ্যোগ জারি থাকবে।

বিজয় শংকর সিংহ
বিজয় শংকর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সম্পাদকীয়

করোনা, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পুঁজিবাদের স্বরূপ

এই সময়ে উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত—সব ধরনের রাষ্ট্রকেই এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে 'করোনা ভাইরাস' বা 'কোভিড-১৯'। গত ডিসেম্বরে এর প্রথম সংক্রমণ ঘটে চীনের ইউহানে। আর গত পাঁচ-ছ মাসে এই ঘাতক ভাইরাস হানা দিয়েছে বিশ্বের দুই শতাধিক রাষ্ট্রে। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাইরাসের সংক্রমণ মহামারীর আকার ধারণ করে এক বা একাধিক রাষ্ট্রে কত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এমন বিপুল বিস্তৃতি অতীতে অন্য কোনো ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। এই কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' একে 'প্যানডেমিক' বা 'অতিমারী' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখনো কোনো ভ্যাকসিন তৈরি না হওয়ার ফলে একমাত্র প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই এই মারণ ভাইরাসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়াকে আটকাতে পারে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং স্বেচ্ছামূলক গণউদ্যোগ একে অপরের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার আকাঙ্খিত সাফল্য আসতে পারে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা স্পষ্ট। এর একটা বড় কারণ এই সমস্ত দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার সিংহভাগই পরিচালিত হয় বেসরকারি উদ্যোগে। চীন এক্ষেত্রে অনেকটাই ব্যতিক্রম। সেখানে প্রাথমিকভাবে বিপদের গভীরতা আন্দাজ করতে না পারলেও পরবর্তীপর্বে স্থায়ী পরিকাঠামোর পাশাপাশি, অস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তুলে যেভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয়েছে, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও প্রশংসা অর্জন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে চীনে স্বাস্থ্যক্ষেত্রটি প্রায় সম্পূর্ণত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে। সংক্রমণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে ভিয়েতনাম, কিউবা, লাওস-এর মতো ছোটো দেশগুলিও। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে চীনের মতো বৃহদাকৃতি রাষ্ট্রের পাশাপাশি ভিয়েতনাম বা কিউবার মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সফল ভূমিকা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, অতিমারি বা 'প্যানডেমিক' প্রতিরোধ করে জনজীবনকে যথাসম্ভব রক্ষা করার বিষয়টি একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা বা জনঘনত্ব ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিকল্পনার ওপর। এক কথায়, এই বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিমাণগত ব্যাপ্তি ও গুণগত মানের ওপর। চীন, ভিয়েতনাম বা কিউবার সাফল্যের কারণও তাই। কারণ শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও যা স্বীকৃত তা হল, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই জনসাধারণের কাছে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা (স্বাস্থ্যসহ) পৌঁছে দেওয়ার কাজটি পরিচালিত হয় মূলত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবস্থান ঠিক বিপরীত মেরুতে। এই ব্যবস্থায় সমস্ত মৌলিক পরিষেবার সিংহভাগই বাজারজাত পণ্য। এই পণ্যগুলির নাগাল পায় তারাই যারা আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট স্বচ্ছল। ফলে জনসাধারণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই, সাধারণ অবস্থাতেও প্রয়োজনমাফিক এই পরিষেবাগুলির উপভোগ করার সুযোগ পায় না। তাই 'প্যানডেমিক'-এর মতো একটি অতিক্রান্তিকালীন সময়ে, এই অংশ যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ, উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তকমা লাগানো দেশগুলির (ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা যাদের সমাজ বিবর্তনের শেষ মাইলস্টোন বলেছিলেন) একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটানুর হামলায় যে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা, তা থেকেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় থেকেও যে গুটিকয়েক দেশ মারণব্যাধি প্রতিরোধ অনেকটাই সাফল্য পেয়েছে (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড), লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা আপৎকালীন সময়ে বেসরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে, অস্থায়ীরূপে হলেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে বৃদ্ধি করে পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পেরেছে। বিশ্বজোড়া এই যে পরস্পরবিরোধী চিত্র, তার ক্ষুদ্র প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের দেশের অভ্যন্তরেই। উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের পর্বে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্বল হতে হতে, কার্যত ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছে। এই খাতে রাষ্ট্র ব্যয় করে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের এক শতাংশেরও কম। ফলে মহামারি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ব্যর্থতার মাশুল গুণতে হচ্ছে দেশের মানুষকে। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতেও কিছুটা আলো দেখাচ্ছে দক্ষিণের রাজ্য কেরালা। কারণ ঐ রাজ্যের নির্বাচিত বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হয় বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির দ্বারা। যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিফলন। যার মূল কথা হলো, মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসহ সমস্ত মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। এগুলি সক্ষম ও অক্ষমে ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী বাজারজাত পণ্য নয়। যদিও একটি রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অসহযোগিতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকল্প পথে চলার কাজটা কঠিন। লক্ষ্য অনেকাংশেই অধরা থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু শতপ্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মহামারি প্রতিরোধে 'কেরালা মডেল' আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) দ্বারাও প্রশংসিত। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার তো নয়ই, এমনকি প্যানডেমিক সমলাতে হিমশিম খাওয়া রাজ্যগুলি (পশ্চিমবঙ্গসহ), কেউই এই মডেলের প্রশ্নাতীত সাফল্য সত্ত্বেও একে অনুসরণ করলো না। করলে গোটা দেশের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি অনেকটাই সামাল দেওয়া যেত।

প্যানডেমিক সামলানোর প্রশ্নে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ব্যর্থতার যদি কোনো লেখচিত্র তৈরি করা হয়, তাহলে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হবে। তা হলো, ব্যর্থতার শীর্ষে রয়েছে সেই দেশগুলি, যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বের রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি। উদাহরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং অবশ্যই আমাদের দেশও। কারণ এই সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমসঙ্কুচিত। বিপর্যয় রোধে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা গণউদ্যোগকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বৈরাচারী শাসকেরা স্বীকার করে না। বিপরীতে একজন ব্যক্তিকে সর্বশক্তিমান ত্রাতা বা মসিহা হিসেবে হাজির করা হয়। তার নির্দেশ, তা যতই অবৈজ্ঞানিক বা ভিত্তিহীন হোকনা কেন, তা অনুসরণ করলেই নাকি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে—এমনটাই প্রচার করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির জীবানুনাশক স্প্রে করার নিদান বা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তালি ও থালা বাজানোর নির্দেশ হলো এমন ভিত্তিহীন, অপবিজ্ঞানমূলক প্রচারের নিদর্শন। এমনকি মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে অপরিকল্পিত দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণাও স্বৈরাচারী চরিত্রের প্রতিফলন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর ক্ষেত্রে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হলো, রাষ্ট্রের পাশাপাশি এ রাজ্যের কর্ণধারও একই পথের পথিক। কোভিড সংক্রমণ ও মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য গোপন করা, কো-মর্বিডিটির কিম্ভূত তত্ত্ব আমদানি করা, ডেথ সার্টিফিকেট লেখার জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশেষ অডিট কমিটি গঠন এবং পরে বেকায়দায় পড়ে তা বেমালুম অস্বীকার করা বা করোনাকে পাশবালিশ করে শুয়ে পড়ার নিদান প্রভৃতি হলো দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফলন। যার ফল ভুগতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে।

কোভিড সংক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই বিশ্ব অর্থনীতি ছিল মন্দায় আক্রান্ত। অর্থনীতির স্বাস্থ্য পরিমাপক সমস্ত সূচক ছিল নিম্নাভিমুখী। বেকারি, দারিদ্র ও অসাম্যের হার ছিল উর্ধ্বমুখী। আমাদের দেশের চিত্রও ছিল তাই। করোনার থাবায় বিশ্ব অর্থনীতির এই ঝুঁকে পড়া মেরুদণ্ডটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে অধিকাংশ দেশে জারি করা লকডাউনের ফলে দীর্ঘসময় বন্ধ ছিল আবিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়েছে কর্মহীনতা ও দারিদ্র। রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের ধাক্কায় স্থায়ীভাবে কর্মচ্যুত হয়েছে; উপার্জন ক্ষমতা হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ হারিয়ে বেকারভাতার জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ২ কোটি মানুষ। আমাদের দেশে এপ্রিল মাসে কর্মহীনতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ কোটি। স্বল্প পুঁজির মালিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে পতিদের অবস্থাও নিদারুণ সঙ্কটে। প্রাক্ করোনা পর্বে যা ছিল আর্থিক মন্দা, করোনার থাবায় তা আরও নিম্নগামী হয়ে গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থার অভিমত হলো, বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমসঙ্কোচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবং এই প্রবণতা স্থায়ী হবে ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত। আলাদা করে আমাদের দেশের অর্থনীতি সম্পর্কেও এদের মূল্যায়ন একইরকম নেতিবাচক। ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কটের একটা ছবি আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের 'রিভার্স মাইগ্রেসনে'র স্রোতের মধ্যে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সমীক্ষা রিপোর্টেই প্রকাশিত, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ধাক্কায় তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগস্থ হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি। স্বভাবতই আলোচনা শুরু হয়েছে, কিভাবে এই সঙ্কট থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব তা নিয়ে। একটি বিষয়ে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত যে, বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ চাহিদার অভাব। সাধারণ মানুষের চাহিদার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে না পারলে, অর্থনীতির পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এই সূত্র ধরেই বারবার উঠে আসছে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেইনার্ড কেইনস্-এর নাম। নতুন করে আলোচিত হচ্ছে জনকল্যাণকামী অর্থনীতির কথা। এমনকি পুঁজিবাদের পক্ষাবলম্বী অর্থনীতিবিদরাও বলছেন, বর্তমান বিশ্বায়নের মডেল এই ধাক্কাকে সামাল দিতে পারবে না। রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেবার দিন শেষ। সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে বিভিন্ন খাতে খরচ বাড়িয়ে চাহিদা সৃষ্টির জন্য।

যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কার্যত বন্ধ থাকার ফলে সরকারেরও রাজস্ব আদায় বিপুল পরিমাণে কমেছে। কিন্তু তার জন্য খরচ থেকে পিছিয়ে আসলে চলবে না। প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশগুলিও তাদের গত তিন দশকের অনুসৃত নীতিগত অবস্থান থেকে সরে এসে, কার্যত বাধ্য হয়েছে এই পথ অনুসরণ করতে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের দশ, পনেরো এমনকি বিশ শতাংশ তারা ব্যয় করছে এই রিলিফ প্যাকেজের জন্য। ফিসক্যাল ডেফিসিট বা আর্থিক ঘাটতিকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে রাখার প্রেসক্রিপসন তারা আপাতত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে। ঐ সমস্ত দেশে বেসরকারী সংস্থা তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের লকডাউন পর্বের বেতন দিতে অপরাগ হলে, সেই দায়ও বহন করছে সরকার। অর্থাৎ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এতদিন যে পথ অনসুরণ করতে উন্নয়নশীলন দেশগুলিকে বাধ্য করেছিল, আজ সাময়িকভাবে হলেও, নিজেরাই সেই পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

▶▶ পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

রাজ্য কাউন্সিল সভা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে। আর্থিক সাহায্য করছে। এদিকে ইয়েস ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে দুর্বল করা হচ্ছে। কর্পোরেটেরা ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাঙ্কগুলোকে দুর্বল করেছে। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত তহবিল থেকে টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কগুলোকে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেট কর্মসংস্থানহীন, কর্পোরেট কর ছাড় দিয়েছে। রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ১২ জুলাই কমিটির ব্যানারে আন্দোলন হচ্ছে। রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে জোটবদ্ধ করে সংগ্রাম করছে।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, সম্মেলন সার্বিক ভাবে সফল হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনের সূচনাপর্বে মিছিল, শহীদ বেদীতে মাল্যদান কর্মসূচী, উদ্বোধনী বক্তব্য, যুগ্ম সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করা—সব কিছুই প্রশংসনীয় হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে ভেদ করতে পরিস্থিতি উপযোগী শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে—এটাই ছিল রাজ্য সম্মেলনের আহ্বান। আর ছিল ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তোলার আহ্বান। এই ধর্মঘটে আমাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে আরও বেশী সংখ্যক কর্মচারীকে অংশগ্রহণ করানোর সুযোগ ছিল।

সাধারণ সম্পাদক বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা সংক্ষেপে করেন। এর মধ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি ডি এ বিহীন বেতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ২০ ফেব্রুয়ারি CAA-NPR-NRC-র বিরুদ্ধে বিকাশ ভট্টাচার্যের আলোচনা সভা ও ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় দাবি দিবসের কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পর ২১টি জেলা ও ৭টি অঞ্চলের পক্ষ থেকে 'এ্যাজেন্ডা নোটস্'-কে ভিত্তি করে বক্তব্য রাখা হয়। প্রত্যেকটি জেলা ও অঞ্চলের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলাকে সংগ্রামী অভিনন্দন ও লাল সেলাম জানানো হয় এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও সফলভাবে ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত করার জন্য। ২৮ জন বক্তার আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, পরিস্থিতিকে ভেদ করতে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধু জেলা নয়, সমিতিগুলোকেও শক্তিশালী করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে। এই চেতনা বোধকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে, ভারতের সচেতন নাগরিক হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করা দরকার তা পালন করতে হবে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অর্থনীতি আক্রান্ত, দেশে দেশে গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে পুঁজিপতিদের একাংশ আক্রান্ত। হচ্ছে। ৬৩ শতাংশ পুঁজিপতি হঠাৎ করে পুঁজিপতি হয়েছে, কোনো অতীত ঐতিহ্য নেই। বর্তমানে ভারতবর্ষ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। গত ১৫ বছরের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সর্বোচ্চ হয়েছে এই সময়ে। যেভাবে মানুষের ওপর আক্রমণ হচ্ছে একজন নাগরিক হিসেবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। বামপন্থীরা ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিল, সেইভাবে স্বাধীনতা আসে নি। আর এস এস-এর যে Hidden Agenda ছিল তা তারা কার্যকরী করতে চাইছে। আজকের লড়াই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করার লড়াই। সংবিধানকে রক্ষা করে এই অধিকার রক্ষা করতে হবে। আর এস এস খুব সক্রিয়ভাবে আদিবাসী সহ সকলের মধ্যে তাদের মতাদর্শ প্রচার করছে। ১ এপ্রিল থেকে ৩১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার NPR প্রক্রিয়া চালু করতে চাইছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে প্রচার করতে হবে, NPR নিয়ে কোনো উত্তর দেব না। উত্তর দেওয়া মানে আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক নই---কর্মচারীদের এটা বোঝাতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠানো হবে কর্মচারীদের। প্রশাসনিক স্তরে এটাকে আটকানো যাবে না। Census-এর কাজের নাম করেই এটা করা হবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এটা করতে চাইছে। তাই ৪-৭ ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচী করেছি। কারা সই করলেন না সেটা বের করতে হবে এবং তাঁদের চিহ্নিত করে এই ব্যাপারে কারও বিভ্রান্তি থাকলে তা কাটানোর উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। মহার্ঘভাতার বিষয়ে সমস্ত ব্লকে ১৬ মার্চ কর্মসূচী পালন করতে হবে। সমস্ত ব্লক কমিটিকে ফাংশানিং-এর জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। যে সমস্ত ব্লকে ব্লক কমিটি গঠন করা যায়নি, সেখানে অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে হবে। কর্মসূচী পালনের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলো হচ্ছে, সংগঠিত অংশের কর্মচারী হিসেবে আমাদেরও তার পাশে দাঁড়ানো দরকার। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বড় সমিতি সহ সকল সমিতিকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মচারীদের কাছে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। তাঁদের কাছে পৌঁছোনোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ---এই কাউন্সিল সভা সেই আহ্বান জানাচ্ছে। সমিতির মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তি করতে হবে। সংগ্রামী হাতিয়ারের ৫০ বছর ও সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৪টি বিষয়ে আলোচনা সভা হবে। ১ মে মে দিবস পালন করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সদস্য করতে হবে। লড়াইয়ের ক্ষেত্রটাকে বৃহত্তর করার জন্য চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের আবৃত করতে হবে। ৩ এপ্রিল-এর কর্মসূচীতে বডি পোস্টার পরে চুক্তির কর্মচারীদের নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক অংশের কর্মচারীদের যুক্ত করে নিয়ে ভেহিক্‌ল্ জাঠার কর্মসূচী প্রতিপালিত করতে হবে। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। যে সমস্ত কর্মচারী আমাদের দাবিগুলিকে সমর্থন করেন তাঁদের সবাইকে আহ্বান জানানো দরকার। অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে রাস্তায় নেমেই সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে আন্দোলন করতে হবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য। সাধারণ মানুষের সাথে যোগসূত্র প্রয়োজন। তাই যতটা সম্ভব সাধারণ মানুষকে আবৃত করে নিয়ে কর্মচারীদের আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীরা করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতার কর্মসূচী করতে পারেন। ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ দাবি যা সাধারণ কর্মচারীদের মনে দাগ কাটতে পারে সেগুলো নিয়ে সমিতিগুলোকে লড়াই-আন্দোলনে যেতে হবে। এই ভাবে কর্মচারীদের কাছে পৌঁছনো যাবে। পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের ওপর যে-কোনো প্রশাসনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও তাঁদের পাশে থাকবে। শ্রম আইন সংস্কার যেদিন পার্লামেন্টে পেশ হবে সেদিনই বিক্ষোভ সমাবেশ করার প্রস্তুতি রাখতে হবে আমাদের। প্রশাসনে ব্লক স্তর পর্যন্ত যাতে আমরা সক্রিয় ভূমিকায় থাকতে পারি তা সুনিশ্চিত করতে হবে। Collective functioning যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয় তা দেখতে হবে। ১৩টি উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। এই কাউন্সিল সভা প্রকৃত পক্ষে কর্মচারীদের কাছে পৌঁছোনোর জন্য। আসন্ন পৌর নির্বাচনে যথাযথ দায়িত্ব পালন, দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সভা হোক এই কাউন্সিল সভা। দিল্লির দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জেলা থেকে কমপক্ষে ৫০০০ টাকা দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর আহ্বান জানান যুগ্ম-সম্পাদক। ১২ই জুলাই কমিটিকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি ১২ই জুলাই কমিটির কনভেনশনে যেন প্রতিনিধিরা সকলেই উপস্থিত থাকেন, এই আবেদন করেন।

উপস্থিত সকল কাউন্সিল সদস্য সর্বসম্মতভাবে সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা যুগ্ম সম্পাদকের জবাবী ভাষণ সহ হাত তুলে অনুমোদন করেন। এরপর সভাপতি তাঁর সমাপ্তি ভাষণের পর উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম কাউন্সিল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আগামী কর্মসূচী

- রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্লক স্তর পর্যন্ত ১-১৫ ফেব্রুয়ারি 'সংগঠনের দলিল' নিয়ে সর্বত্র আলোচনা করার কথা ছিল। এখনও যদি কোথাও না হয়ে থাকে তা গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে।
- রাজ্যের সর্বত্র সব ব্লক কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখার জন্য জেলাগতভাবে কর্মসূচী নিতে হবে।
- ১২ই জুলাই কমিটির জেলা ও কেন্দ্রীয় কনভেনশন উপলক্ষে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- ১২ই জুলাই কমিটির কনভেনশন উপলক্ষে ২০ টাকার একাধিক কুপন সংগ্রহ অভিযান সফল করতে সর্বত্র উদ্যোগ নিতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় মদতে দিল্লি দাঙ্গায় আক্রান্ত মানুষের সাহায্যার্থে প্রত্যেক নেতৃত্ব/কর্মীদের কাছ থেকে ন্যূনতম ৫০ টাকা হারে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।
- ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বঞ্চনা ও রাজ্য সরকার মহার্ঘভাতার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের কর্মচারীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অঞ্চল/জেলা ও মহকুমা স্তর পর্যন্ত ৪ দফা দাবিতে আগামী ৩ এপ্রিল, ২০২০ দু'ঘণ্টা ব্যাপী (১.৩০ থেকে ৩.৩০ মিঃ পর্যন্ত) অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচী করতে হবে।
- পরবর্তী মে-জুন, ২০২০ মাসের মধ্যে জেলা থেকে ভেহিক্‌ল্ জাঠা অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচীর সমাপ্তি উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে জমায়েতের মাধ্যমে হবে।
- সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ৬০ বছর এবং সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের ৫০ বছর উপলক্ষে ৪টি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

ইয়েস ব্যাঙ্ক ঃ উত্থান ও পতন

সুমিত ভট্টাচার্য

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির জমানায়, তথাকথিত বহুমাত্রিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বা লোভনীয় ক্ষেত্র হলো 'ব্যাঙ্কিং সেক্টর'। গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, একাধিকবার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে 'সংস্কার' সংক্রান্ত বহুবিধ সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ সমূহের মর্মবস্তু ছিল একটাই---সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া এবং ধাপে ধাপে সেগুলিকে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া। এটা হলো, কাঠামোগত সংস্কারের দিক। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনেকটাই সময়সাপেক্ষ এবং ঝুঁকিপূর্ণও। সময়সাপেক্ষ কারণ, বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংশোধনের কাজগুলি চাইলেই এক লহমায় ঝট করে করে ফেলা যায় না। আবার ঝুঁকিপূর্ণ এই কারণেই, যে বিগত পাঁচ দশক ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জনচেতনায় যে আস্থার জায়গা তৈরী করেছে, তাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া বা এই ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত যে প্রতিরোধ তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই এই কাঠামোগত সংস্কারের কাজটিকে এজেন্ডায় রেখে, এর পথটিকে মসৃণ করার জন্য 'ব্যাঙ্কিং দর্শন'-এর পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাজে ভূমিকা পালনের জন্য। যা বেসরকারী ব্যাঙ্ক পালন করে না। কিন্তু এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এই ভূমিকা পরিবর্তন করে, এই ক্ষেত্রটিকে কর্পোরেট সেবায় নিয়োজিত করা হচ্ছে। যার বিপর্যয়কর ফল আমরা দেখেছি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এই পরিবর্তিত ভূমিকায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি। তারা এখন আগের থেকেও লাগামছাড়া। এই লাগামছাড়া যথেচ্ছ ভূমিকায় পরিণত হল ইয়েস ব্যাঙ্কের পতন।

ইয়েস ব্যাঙ্কের কাহিনী

ইয়েস ব্যাঙ্কের কর্ণধার রাণা কাপুর একসময় ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার একজন আধিকারিক। তিনিই হল্যান্ডের বৃহৎ ব্যাঙ্ক 'রাবো ব্যাঙ্ক'-কে ১৯৯৮ সালে ভারতে নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালনার দুটি অপরিহার্য উপাদান হল 'স্থিরতা' এবং 'বিচক্ষণতা'। কিন্তু মুনাফার উদগ্র লোভে কাপুর মহাশয় এই দুটি উপাদানকে বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন অতিরিক্ত আগ্রাসী এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে পারদর্শী। এখন বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত মানে ছিল আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ভরা, কিছু পাওয়ার বিনিময়ে যথেচ্ছ ঋণ প্রদান। রাণা কাপুর ও তাঁর আত্মীয় অশোক কাপুর (যিনি মুম্বইয়ের ওবেরয় হোটেলের মধ্যে ২৬/১১-র সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হন) ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পান ২০০৪ সালে। একই সময়ে লাইসেন্স পায় কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক। প্রায় একই সময়ে (২৪ জুলাই, ২০০৪), তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ওয়াই ভি রেড্ডি, বেসরকারী ব্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিপুল ক্ষতি ও আনাদায়ী ঋণের অভিযোগের ভিত্তিতে, এর আর্থিক লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরবর্তী পর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স-এর সাথে গ্লোবাল ট্রাস্টের সংযুক্তিকরণ ঘটে (ক্ষতির জাতীয়করণ)।

ওই ঘটনার ১৫ বছর পরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। গত ৫ মার্চ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'ইয়েস ব্যাঙ্ক'-এর আর্থিক লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞায় বলা হয় একজন আমানতকারী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকার বেশী তুলতে পারবেন না। ৮ মার্চ গ্রেপ্তার করা হয় রাণা কাপুরকে। গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ককে ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন পথ গ্রহণ করা হল। 'ইয়েস ব্যাঙ্ক'-র পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মূলধন বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দেশ পৌঁছোলো। বলা বাহুল্য সিংহভাগ দায়িত্ব বর্তালো রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওপর। স্টেট ব্যাঙ্ক ইয়েস ব্যাঙ্কের শেয়ার পত্রে ৭২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলো। আই সি আই সি আই, কোটাক মাহিন্দ্রা, এইচ ডি এফ সি এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক যথাক্রমে ১০০০ কোটি টাকা, ৫০০ কোটি টাকা, ১০০০ কোটি টাকা এবং ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্কের পতনের কারণগুলো একই। ভুয়ো সংস্থা সমূহকে যথেচ্ছ ঋণ প্রদান, জমা অর্থের নয়ছয়, ঘুষ এবং অনাদায়ী ঋণ সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য প্রদান—উভয়ের ক্ষেত্রেই এগুলিই হচ্ছে ধস নামার কারণ।

এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাণা কাপুর ইয়েস ব্যাঙ্কে তার নির্ধারক অবস্থানকে ব্যবহার করে আমানতকারী, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য লগ্নীকারীদের অর্থ নিয়ে নয়ছয় করেছেন। বহু ক্ষেত্রে ঋণগৃহীতাদের সম্পর্কে বিধিসম্মত অনুসন্ধান না করেই ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যা অনাদায়ী ঋণে পরিণত হয়েছে।

ইয়েস ব্যাঙ্কের এই পতনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি তাদের দায় এড়াতে পারে না। ইয়েস ব্যাঙ্ক পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন ত্রুটি বহু আগেই নজরে এলেও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করেনি। এমনকি ২০১৫ সালের পর ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলেও (পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি, যেখানে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১০-১২ শতাংশ), ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলি নিশ্চুপ থেকেছে।

২০১৫ সালে, রঘুরাম রাজনের সময়, ইয়েস ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সিটের বিশেষ পরিদর্শন শুরু হয়। একে বলা হয় সম্পদ মানের মূল্যায়ণ। সেখানেই ধরা পড়ে ব্যাঙ্ক তার অনাদায়ী প্রকৃত ঋণের পরিমাণকে গোপন করছে। ২০১৭ অর্থবর্ষে এর কমিয়ে দেখানোর অঙ্কটি ছিল ৬, ৩৫৫ কোটি টাকা এবং ২০১৬ অর্থবর্ষে ৪০০০ কোটি টাকা। সেই সময়েই কোনো দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে কাপুর তাঁর ধান্দার ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। যার ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই হিসেব হলো, ২০১৯ সালে একবছরের মধ্যে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭ শতাংশ।

২০১৪-২০১৯ সালের (প্রথম মোদি সরকারের আমলে) মধ্যে ঋণ প্রদান হারের বিপুল বৃদ্ধিই 'ইয়েস ব্যাঙ্ক' পতনের অন্যতম কারণ। ২০১৪ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫,৬৩৩ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে এর পরিমাণ ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২,৪১,৫০০ কোটি টাকা। বার্ষিক যৌগিক বৃদ্ধির হার ৩৪.১ শতাংশ। একই সময়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১০-১২ শতাংশ।

২০০৮ সালে বিশ্ব মহামন্দার পরবর্তী পর্বে কর্পোরেটদের বিভিন্ন প্রকল্প ঋণের অভাবে আটকে যায়। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও, বিশ্বঅর্থনীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ওপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে। এই সময়ে আসরে অবতীর্ণ হন রাণা কাপুর ও ইয়েস ব্যাঙ্ক। যে সমস্ত কর্পোরেট হাউসকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঋণ দিতে আগ্রহী ছিল না, রহস্যজনক ভাবে ইয়েস ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ দেয়। ইয়েস ব্যাঙ্কের মোট প্রদত্ত ঋণের ৮০.২ শতাংশ কর্পোরেট ঋণ। রাণা কাপুরকে গ্রেপ্তার করার পর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালতে জানায়, রাণা কাপুরের সময়ে যে ৩০ হাজার কোটি টাকা ইয়েস ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে, তার মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণে পরিণত হয়েছে। এমনকি আদালতে ইডি এটাও জানায় যে, রাণা কাপুর ব্যক্তিগতভাবে ৫০০০ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

ব্যাঙ্কের টাকা ঘুর পথে নিজের পকেটে ঢোকানোর জন্য রাণা কাপুর একটি কোম্পানি খুলেছিলেন—ডি আই টি আরবান ভেঞ্চারস্ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড। রাণা কাপুরের দুই কন্যা এই কোম্পানির ডাইরেক্টর। এই সংস্থায় কোনো কর্মচারীনেই এবং ২০১৯-এর মার্চ পর্যন্ত এই কোম্পানির ক্ষতির পরিমাণ ৪৮ কোটি টাকা। মুম্বই-এর ওরলিতে রাণা কাপুর তাঁর বসত বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন সদ্য কংগ্রেস থেকে বি জে পি-তে যোগ দেওয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার কাছ থেকে।

ইয়েস ব্যাঙ্কের এই পরিণতির পেছনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও দায় এড়াতে পারে না। ২০১৮ সালে রাণা কাপুরকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ইস্তফা দেন নি। অথচ আর-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি এই সময়ে অনেকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, ইয়েস ব্যাঙ্ককে বিনা বাধায় ঋণের টাকা লুট করতে দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট লবি ও ব্যাঙ্ক পুঁজির ধান্দার যুগলবন্দী হলো ইয়েস ব্যাঙ্ক। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ৭-৮ মার্চ, ২০২০ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের তিরুপতিতে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা ইউনিভার্সিটির সেনেট হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের এ পি এন জি ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ সভা পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করে। সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয়। সর্বপ্রথমে সভায় এ পি এন জি ও-র চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখর রেড্ডী অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে স্বাগত ভাষণ উত্থাপন করেন। এরপর মূলপর্বে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রাখেন। সর্বভারতীয় সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ করণীয় সংগ্রাম আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে আহ্বান করেন। সর্বভারতীয় ক্ষোভ ও রাজ্যে রাজ্যে উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আন্দোলন আরও তীব্র করার লক্ষ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করার সর্বত্র উদ্যোগ নিতে বলেন। এছাড়া গত ৮ জানুয়ারি, ২০২০ সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন এবং একে সংহত করে বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। পরে সাংগঠনিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করেন।

দু'দিন ধরে ১১ জন মহিলা সহ মোট ৩১ জন প্রতিবেদনের ওপর গঠনমূলক আলোচনা করেন। পশ্চিমবাংলা থেকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়া বিজয় শঙ্কর সিংহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরে এ শ্রীকুমার কমিটি সদস্যদের আলোচনার ওপর জবাবী ভাষণ দেন। সভা পরিচালনা করেন সর্বভারতীয় সংগঠনের চেয়ারম্যান এস লাম্বা সহ সভাপতিমণ্ডলী।

দু'দিনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ—(১) আগামী দিনে এপ্রিল-অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মসূচী সহ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (২) ৫ দফা দাবি নিয়ে সারা দেশ জুড়ে রাজ্যে রাজ্যে ব্লক স্তর থেকে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম আন্দোলন করতে হবে। (৩) জুন '২০ প্রথম সপ্তাহে সারা রাজ্য জুড়ে ভেহিকেল জাঠা করতে হবে। পরে সেই ভেহিকেল জাঠা কেন্দ্রীয়ভাবে মিলিত হবে। (৪) সর্বভারতীয় সংগঠনের ৬০ বছর উদ্‌যাপনে সব রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাস করতে হবে। তার বিষয়গুলিও নির্ধারিত হয়। এছাড়া নতুন প্রজন্মের কর্মচারীদের এই ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাসে উপস্থিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৫) ফরিদাবাদে সংগঠনের দপ্তর (ভবন) তৈরীর জন্য সব রাজ্যের প্রদেয় টাকা নির্ধারিত হয়। পরের সভায় জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়। এপ্রিল, '২১-এর মধ্যে বাড়ি (ভবন) তৈরীর সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হবে। সর্বভারতীয় ভবনের নামকরণ হবে 'সুকোমলন সেন ভবন' (৬) সর্বভারতীয় পেনশনার্স সংগঠনের প্রথম কনভেনশন হবে ৪-৫ এপ্রিল ২০২০ অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে। (৭) সংগঠনের সদস্য পিছু ২.০০ টাকা চাঁদা কেন্দ্রীয় ভাবে জমা দিতে হবে। (৮) এমপ্লয়িজ ফোরাম নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। আগামীতে হিন্দি ভাষাতে ফরিদাবাদ থেকে চালু হবে। (৯) সংগঠনের এফিলিয়েশন ফি বৃদ্ধি করে ৫০০০ টাকা করা হয়। (১০) দিল্লিতে ভয়াবহ গণহত্যা ও দাঙ্গায় নিহত ও অজস্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান করতে হবে। (১১) আন্তর্জাতিক নারী দিবস গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে। (১২) পরবর্তী জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা ১৩-১৪ জুন ২০২০ হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। □

সংগঠন দপ্তর নির্মাণের জন্য দানমেলা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমায় ঝাটুলাল হাইস্কুলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহকুমার সংগঠন দপ্তর নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ সভা ও দান মেলার কর্মসূচী মহকুমা কমিটির উদ্যোগে প্রতিপালিত হয়। রীতা মিশ্র ও রঞ্জন পালের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালিত হয়। ওই সভায় প্রায় শতাধিক কর্মচারী ও পেনশনার্স উপস্থিত ছিলেন। জেলার পক্ষ থেকে ১৩ জন জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা সম্পাদক ও জেলা সম্পাদক সহ একাধিক প্রবীণ নেতৃত্ব এই সভায় বক্তব্য রাখেন। এক আবেগঘন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। □

আমাদের কৈফিয়ৎ

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ও তার মোকাবিলায় গৃহীত লকডাউনের কারণে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রকাশনা ব্যাহত হয়েছে। যা অনভিপ্রেত হলেও পরিস্থিতি বাধ্য করেছে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ রাখতে। আরও যন্ত্রণার বিষয় হলো, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির স্বীকার পত্রিকাটি ঠিক সেই বছরেই হলো, যে বছরে এসে পত্রিকাটি ৫০-এ পা দিয়েছে। ফলে শুধু প্রকাশনা নয়, গৌরবোজ্জ্বল ৫০ বছরের পথ চলাকে ফিরে দেখার সাংগঠনিক পরিকল্পনাও আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে। তবে এই থমকে যাওয়া সাময়িক। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই ছাপা পত্রিকা পৌঁছে যাবে গ্রাহকের হাতে। তবে তার আগে এই অনলাইন সংস্করণ।

—পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্রের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট

ক্ষিপ্র এবং নিঃশব্দ

অনুপ সিনহা

[সৌজন্যে : দ্য টেলিগ্রাফ ১৩ মার্চ, ২০২০] অনুবাদ : সুমিত ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে উগ্র দক্ষিণপন্থী স্বৈরতন্ত্র, মানুষের চিন্তা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রসূত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। এটি একটি বৈচিত্রপূর্ণ রাজনৈতিক চর্চার সমাহার, যা সাধারণভাবে গোলযোগ পূর্ণ এমন উদারবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উদ্ভূত হয়, যার অঙ্গের ভূষণ হল বহুধা বিস্তৃত দুর্নীতি, চরম বৈষম্য এবং বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। যে দেশের অভ্যন্তরে এটির শেকড় গজায়, তার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী এটিও বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করে। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা দেশ নির্বিশেষে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্টগুলি সুপরিচিত ঃ একটি জোরালো জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং জাত বা ধর্মভিত্তিক কোনো একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। 'আমরা এবং ওরা'-র একটি রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণ, যেখানে দেশের সীমানার অভ্যন্তরেই 'শত্রু'কে চিহ্নিত করা হয় এবং যাদের বিরুদ্ধে জনক্রোধ এবং জনঘৃণাকে বৃদ্ধি করা হয়। এক গৌরবোজ্জ্বল পৌরাণিক অতীতের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের ধারণাকে নির্মাণ করা হয় এবং হারানো শক্তি ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য ওই অতীতকে আঁকড়ে ধরার কথা বলা হয়। এই ধরনের রাজনীতি আবর্তিত হয় একজন শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য নেতাকে কেন্দ্র করে। যার হাত ধরেই নাকি রাষ্ট্র গৌরবান্বিত হবে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি, যেখান থেকে শাসকের ভাষ্যের বিরুদ্ধ তার স্বর শুনতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করা হয় অথবা দখল করা হয়। অদ্ভুতভাবে আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নির্বাচনী ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সামরিক বাহিনী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সব কিছুর ওপরেই রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। নারী ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের এক সংস্কৃতির আমদানি করা হয় কারণ, এক্ষেত্রে ক্ষমতার ধারণাটির ভিত্তিই হ'ল সমাজ সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এমনকি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়— বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, সমাজকর্মী এবং বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ওপরেও সংগঠিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। এইভাবেই দক্ষিণপন্থী রাজনীতি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেও, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে। দক্ষিণপন্থী শাসন বুদ্ধিজীবীদের এত ভয় পায় কেন এবং কেনই বা তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার জন্য ও সমাজে তাঁদের প্রভাব হ্রাস করার জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে? সমাজে বুদ্ধিজীবীদের দুটি বড় ধরনের অবদান রয়েছে ঃ

তাঁরা নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনীর সৃষ্টি করতে সক্ষম, যা বিদ্যমান পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। একই সাথে তা সমাজে সমালোচনার পরিসর তৈরী এবং এর দুর্বলতাকে চিহ্নিত করার কাজটাও করতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকাই সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এমনকি শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানেরও গবেষণামূলক আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করে। অধিকাংশ শিক্ষাবিদ প্রশ্ন করতে শেখেন এবং যেকোনো বিষয়কেই পরখ না করে মেনে নেন না। দৃঢ় বিশ্বাসের থেকে প্রমাণ তাঁদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, যা ভ্রান্ত ইতিহাসকেই নির্মাণ করে এবং জনগণের মধ্যে তা ফেরি করে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে চায়, তাদের কাছে বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকা অভিশাপ স্বরূপ।

এই ধরনের প্রচার কৌশলে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং অপ্রিয় প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়গুলি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তা না হলে, কেন ভারতে বিপুল জনসমর্থনে নির্বাচিত একটা সরকার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এত ভয় পাচ্ছে? কেন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি, যেগুলি শাসকদলের মুখপত্র, কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে 'টুকরে টুকরে গ্যাং' নামে অভিহিত করছে? কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের ভেতর ঘটা ছাত্র বিক্ষোভকে দাঙ্গা এবং ছাত্রদের দাঙ্গাকারী বলা হচ্ছে? কেন ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তির দাবিতে তোলা শ্লোগানকে 'বিদ্রোহ' এবং 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে? কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু গুরুত্বহীন পোস্টিং-এর জন্য, একজন অনামী কলেজ অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? কেন কয়েকজন মহিলা প্রকাশ্য রাজপথে বসে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইনের বিরোধিতা করলে, শাসকদল এত বিব্রত হয়? কেন সত্তরোর্ধ্ব লেখকদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হয়? কেন তাঁদের কারাগারে বন্দী করা হয়? এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় চিন্তার জগতে কোনো ধরনের বিরোধিতাকেই শাসকদল বরদাস্ত করতে নারাজ।

এটি শুধু সমসাময়িক ভারতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একজন অতি-দক্ষিণপন্থী বেতার ধারাভাষ্যকার যে অভিযোগ করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, প্রতারণার চারটি কোন রয়েছে ঃ সরকার, শিক্ষাজগৎ, বিজ্ঞান এবং গণমাধ্যম। এটা পরিষ্কার যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, উল্লিখিত চতুষ্কোণে পরিবর্তনের অস্বস্তিকর চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুরস্কে ২০১৬ সালে এর্ডোগানের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার অব্যবহিত পরেই, ৫ হাজারেরও বেশি ডিন ও শিক্ষাবিদকে, গণতন্ত্রপন্থী ও বামমনোভাবাপন্ন হওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে তুরস্ক বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চমানের বিজ্ঞানী ও গবেষক। এটি ছিল উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা ও বিশেষ দক্ষতা

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

করোনা ভাইরাসের ইতিবৃত্ত

আধুনিক বিশ্বে পারস্পরিক যোগাযোগের সহজলভ্য উপায়সমূহ করোনা ভাইরাসকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। বিমান, ট্রেন ও অন্যান্য পরিবহন ছাড়া এই ভাইরাস এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেত না। মাত্র কয়েকমাস আগে চীনের হুবেই প্রদেশের ইউহান-এ বা তার আশেপাশে একজন মানুষের শরীরে এটি জায়গা পায়। অথচ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে, এর সংক্রমণে আক্রান্ত ১,২০,০০০ মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। আবার সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু এখনও ধরা পড়েনি—এমন সংখ্যাটাও কম নয়।

অন্যদিকে যোগাযোগের সুযোগ এর পতনের কারণও হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসের জিনের গঠন এবং যে ২৭ ধরনের প্রোটিন এরা তৈরী করে বলে জানা গেছে, তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, একে থামানোর জন্য। এই বহুবিধ উদ্যোগের ফলস্বরূপ, ইতোমধ্যেই Med R-xiv নামক একটি সংস্থা, যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার পত্র জমা পড়ে, সেখানে প্রায় ৩০০ গবেষণা পত্র জমা পড়েছে। তবে সেগুলির কার্যকারিতা এখনও পরীক্ষিত হয়নি। যদিও এই ভাইরাসের গঠন কাঠামো বিশ্লেষণ করে বাজারে চালু কোন্ কোন্ ড্রাগ কিছুটা হলেও কার্যকরী হতে পারে, তা বোঝা যাবে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

যদি কোনো ওষুধ সামান্য হলেও মৃত্যুর হার বা অসুস্থতার হার কমাতে পারে, তাহলেও এই রোগ প্রতিরোধে তা কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচিত হবে। ইউহানের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং বর্তমানে ইতালি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা হল, বহু গুরুতর মানুষকে একসাথে চিকিৎসা করতে হলে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর বিপুল চাপ তৈরী হয়।

২০০২ সালে SARS (Severe acute respiratory syandrome) মহামারি আকারে দেখা দেওয়ার আগে পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামান নি। যদিও গত শতাব্দীর ষাটের দশকেই বিজ্ঞান এই ভাইরাস খুঁজে পায়। সেই সময় ব্যবহৃত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এর আকারকে সম্রাটের মাথার মুকুটের মতন মনে হয়েছিল। তা থেকেই করোনার নামকরণ। এই ভাইরাস পরিবারে, বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে, এমন ৪০ জন সদস্য রয়েছে। যারা বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি, বাদুর প্রভৃতির দেহে সংক্রমিত হয়। ভেটেরিনারি চিকিৎসকরা এই ভাইরাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কারণ, এদের সংক্রমণে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে শূকর, বাদুর, ও মুরগীর খামারে। কিন্তু যে চিকিৎসকরা মানুষের চিকিৎসা করেন, তাঁরা এই বিষয়ে গুরুত্ব দেন নি। অথচ, খুব গুরুতর কোনো অসুখ না হলেও, সাধারণ সর্দি-কাশির যে অসুস্থতা, তার মধ্যে দেখা যায় ১৫-৩০ শতাংশ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের

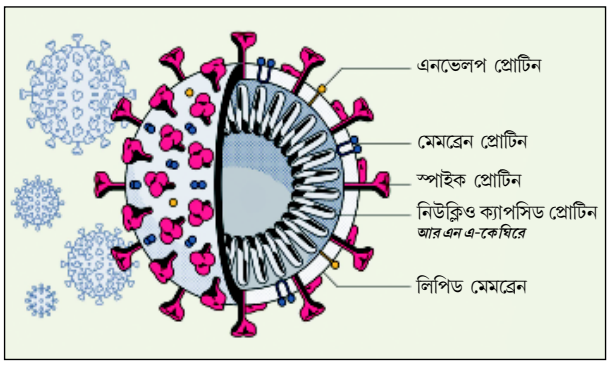

কারণে ঘটেছে। ২০০২ সালে বাদুরের শরীর থেকে আসা SARS ভাইরাস প্রথম ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ৮০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। অথচ, দুঃখজনক বিষয় হল, SARS-এর ভয়াবহ সংক্রমণের পরেও, এর প্রতিষেধক ওষুধ তৈরী করার কাজটি কার্যত অবহেলিত থেকে গেছে। তাই 'করোনা ভাইরাস'-১৯-এর ভয়াবহ সংক্রমণের পরেও, একে মোকাবিলা করার মতন কার্যকরী ওষুধ বাজারে নেই।

(দুই)

একটি করোনা ভাইরাস কণা, চিকিসা বিজ্ঞানে যাকে ভিরিয়ন বলা হয়, তার দৈর্ঘ্য ৯০ ন্যানোমিটার (এক মিটারের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ) এবং মানুষের ফুসফুসে যে কোষগুলিতে এর সংক্রমণ ঘটে, সেই ধরনের একটি কোষের আয়তনের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ এটির আয়তন। এর শরীরে চার ধরনের প্রোটিন এবং একটি আর এন এ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) তন্তু সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি অনু, যা একটি ডি এন এ (ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)-র মতন নিউক্লিয়োটাইডস্-এ জিনগত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। এই তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল, নিজের অনুরূপ আরও অনু তৈরী করার জন্য কিভাবে প্রয়োজনীয় প্রোটিনগুলি সংশ্লেষ ঘটানো যায় কিন্তু এটি এক কোষ থেকে আর এক কোষে বাহিত হয় না।

বাইরের প্রোটিনগুলি মেমব্রেন বা কোষপ্রাচীরের ওপর আড়াআড়িভাবে বসে থাকে এবং কোষের অভ্যন্তরে ভিরিয়ন তৈরী হয়। এই কোষপ্রাচীর, যা 'লিপিড' দিয়ে তৈরী, তা সাবান ও জলের সংস্পর্শে এলে ভেঙে যায়। এই কারণেই সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য হাত ধোওয়া এত জরুরী। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন, যা ভিরিয়নকে মুকুটের আকার কেয়, তার নাম 'স্পাইক' দুটি 'স্পাইক' এর মধ্যে থাকে 'এনভেলপ প্রোটিন' ও 'মেমব্রেন প্রোটিন' এই দুটি প্রোটিনই 'ভিরিয়ন'-র নির্দিষ্ট আকার গঠন করে। মেমব্রেন বা কোষ প্রাচীরের মধ্যে থাকে চতুর্থ প্রোটিন, যার নাম 'নিউক্লিয় ক্যাপসিড'। এটি একটি 'মাচান'-এর মত কাজ করে, যাকে মুড়ে বা পেঁচিয়ে রাখে আর এন এ-র ২৯,৯০০ নিউক্লিয়াটাইডস্।

জীবিত কোষ তাদের জিন সংরক্ষণ করে ডি এন এ-তে। কিন্তু আর এন এ-কে ব্যবহার করা হয় আরও অনেকগুলি কাজের জন্য। যেমন কোষের মধ্যে থাকা ক্রোমোজোমগুচ্ছে (জেনোম) রক্ষিত নির্দেশ নিয়ে, পৌঁছে দেওয়া হয় প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে, যা ঐ নির্দেশাবলীকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস, যদিও তাদের জিন আর এন এ-তে সংরক্ষণ করে, কিন্তু এইচ আই ভি ভাইরাস যার সংক্রমণে 'এইডস্' ব্যাধি হয়, তা কোষে প্রবেশ করলেই আর এন এ ক্রোমোজোম গুচ্ছের অনুরূপ ডি এন এ ক্রোমোজোমগুচ্ছ তৈরী করে। এর ফলে এই ভাইরাস কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে বেশ কয়েক বছর জীবিত থাকে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের গতি প্রকৃতি অনেক সরল। এই ভাইরাসের আর এন এ সংবাদ বাহক আর এন এ-র আকার নিয়ে কোষকে নির্দেশ দেয় ঠিক কোন্ ধরনের প্রোটিন তৈরী করা দরকার। যে মুহূর্তে আর এন এ কোষে প্রবেশ করে, বিভ্রান্ত প্রোটিন তৈরীর যন্ত্রাংশটি, জিনের নির্দেশ পাঠ করে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরী করার কাজ শুরু করে দেয়।

একটি ভিরিয়ন ও একটি কোষের মধ্যে সংযোগ ঘটে স্পাইক প্রোটিনের মাধ্যমে। স্পাইক প্রোটিনে এমন একটি অংশ থাকে, যা মানুষের কোনো কোনো কোষের বাইরের অংশে থাকা, বিশেষত যেগুলি শ্বাসনালীতে থাকে, একটি প্রোটিন এ সি ই-২-এর সাথে ঠিক মত খাপ খেয়ে

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন বাতিলের দাবিতে আলোচনা সভা

আলোচক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন (সি এ এ), জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জী (এন পি আর) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এন সি আর) মানছি না, মানব না—এই আহ্বানকে সামনে রেখে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং সদ্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আলোচনা সভায় শুধুমাত্র সংগঠনের কলকাতা অঞ্চল কমিটিগুলি থেকে এবং অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলি থেকে সংগঠক-কর্মী এবং সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটিগুলি সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করছে।

হল উপচে পড়া এই সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। তিনি কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে বিষয়গুলি নিয়ে নিবিড় প্রচার গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারের পূর্বে কর্মী সংগঠকদের স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হবে। কারণ নিজেরা বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত না হলে, কর্মচারীদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দিতে পারবো না।

আলোচক বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, উল্লিখিত আইনগুলি প্রণয়ন করায় যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছে, তার ফলে সারা দেশজুড়ে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে—ভারতের প্রজাতন্ত্র টিকবে কি টিকবে না? আমাদের দেশের যে সংবিধান, যে সংবিধানের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই সংবিধান রচনা ও প্রণয়নের এক সুবিশাল প্রেক্ষিত রয়েছে, যা জানা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের ভারতবর্ষ ছিল পারস্পরিক অনৈক্যে ছোটো-বড় রাজ্যের সমষ্টি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা প্রথমে বাণিজ্য করতে এসে (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) এবং পরবর্তী পর্বে পাকাপাকিভাবে শাসন কার্য শুরু করার সময় দেখলো, এদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক, খনিজ ও মানব সম্পদ রয়েছে। তাই এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে কায়েম করার জন্য প্রথম দরকার পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। গড়ে উঠলো রেলপথ, পাশাপাশি সড়ক পথেরও সংস্কার সাধন করা হলো। কোম্পানির শাসনের সময় এদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে ইংলন্ডে শিল্পে ব্যবহৃত

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

জাতীয় দাবি দিবসের কর্মসূচী

প্রধান বক্তা ডঃ অসীম দাশগুপ্ত

সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ উদারনীতির যাঁতাকলে দারুণভাবে জর্জরিত। একদিকে মূল্যবৃদ্ধির দাপটে জেরবার মানুষ, অপর দিকে বেকারত্বের হার বেনজির ভাবে বিগত সমস্ত পরিসংখ্যানকে পেছনে ফেলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী করেছে। কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, অপর দিকে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঋণাত্মক। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকেই মনে করা হচ্ছে এর মূল কারণ। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য, দেশের অর্থনীতির হাল ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে দেশের ধনী শিল্পপতিদের কর ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করলেন দেশের অর্থমন্ত্রী। এর ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কোনো সুযোগ ঘটলো না কিন্তু দেশের সম্পদ পুঁজিপতিদের উপঢৌকন দেওয়া হলো। ধনী শিল্পপতিদের কর ছাড় বন্ধ করা, কালোটাকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দেশের সরকারকে বাধ্য করা এবং দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারী কোষাগার থেকে আরও অর্থ বরাদ্দ করার দাবিতে দেশজুড়ে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা প্রতিপালনের আহ্বান জানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বৃহস্পতিবার সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহূত সর্বভারতীয় দাবি দিবস-এর কর্মসূচীতে।

চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, সকল শূন্য পদে নির্ধারিত নিয়োগ সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ, নয়া পেনশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের পুরাতন সংজ্ঞায়িত পেনশন ব্যবস্থায় ফেরত নিয়ে যেতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হবে, মূল্যবৃদ্ধি রদ করে গণবণ্টন

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

▶▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

দেশের সরকারের। এ দেশেরও বহু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ একই পরামর্শ দিয়েছেন সরকারকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির প্রতি এদের দায়বদ্ধতা এতটাই যে, এই ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যেও জনস্বার্থ অপেক্ষা পুঁজির স্বার্থকে রক্ষা করাই এদের কাছে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ বা বামপন্থী রাজনৈতিক দল—কারও পরামর্শই এরা গ্রহণ করতে রাজি নন। এই চরম সঙ্কটেও মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘটা করে পাঁচদিন ধরে যে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে আনুমানিক মাত্র দু'লক্ষ কোটি টাকা নগদ হিসেবে মানুষের হাতে পৌঁছেবে। বাকিসব বিভিন্ন ধরনের ঋণের 'গল্প' এবং যার দায় মূলত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হবে গ্যারান্টার। বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাজারে চাহিদা তৈরি না হলে, তারা ঋণ করে শিল্পে বিনিয়োগ করবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি।

আরও বড় বিপদের দিক হলো, এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে, যখন সংসদ বসছে না, তখন সংসদে কোনো ধরনের আলোচনা-বিতর্কের সুযোগ না দিয়ে সংস্করের নামে প্রতিরক্ষা, কয়লার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি দেশী-বিদেশী বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের নামে উৎপাদন, মজুত ও বিপননের কাজে কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অত্যাবশ্যকপণ্য আইন শিথিল করা হচ্ছে, শ্রম আইন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একই সাথে চলছে প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করা ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রক্রিয়া। এক কথায় বলা যায়, করোনা সংক্রমণ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা করার পরিবর্তে কার্যত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর এসবই করা হচ্ছে 'আত্মনির্ভরতা'-র নামে। যদিও এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলি লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধকে মান্যতা দিয়েও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। আগামীদিনে মেকি দেশপ্রেমের জিগির তোলা এই সরকারের দেশ ও জনবিরোধী কার্যকলাপকে উপযুক্ত জবাব দেবার প্রস্তুতি নিতে হবে। □

২২ জুন, ২০২০

জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা

জনরোষে উত্তপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গত ২৫ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করে মিনিয়াপোলিশের এক পুলিশ আধিকারিক। এবং তিনি ছিলেন নিরস্ত্র এবং তাঁর বিরুদ্ধে ২০ ডলারের একটি জাল রশিদ অনুমোদন করিয়ে নেবার অভিযোগ ছিল। ডেরেক কোভিন নামক হত্যাকারি পুলিশ আধিকারিকটি প্রায় ৯ মিনিট তার হাঁটু দিয়ে ফ্লয়েডের গলা চেপে ধরে ছিল। প্রায় ১১ বার ফ্লয়েড অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না'। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি একটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ধরা পড়ে। আরও তিনজন পুলিশ কর্মী সেখানে পাহাড়া দিচ্ছিল যাতে আর কেউ ফ্লয়েডকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসতে না পারে। মোবাইলে তোলা ভিডিওটি নিমেষে ভাইরাল হয়। এই হত্যার ঘটনা ২০১৪ সালে ফার্গুসনে মাইকেল ব্রাউনের হত্যার স্মৃতিকে উস্কে দিয়েছে। ব্রাউনের হত্যাকে কেন্দ্র করে যখন ফার্গুসনে জনবিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তখন পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, তারা তাদের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করবে। অথচ ব্রাউন হত্যার পরবর্তী পাঁচ বছরে পুলিশের হাতে নিহত হয়েছে ৬ হাজারের বেশি মানুষ। যাদের অধিকাংশের কাছেই কোনো অস্ত্র ছিল না। অর্থাৎ ফ্লয়েডের হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নিয়মিত পুলিশি হত্যার অন্যতম নিদর্শন। লক্ষণীয় বিষয় হলো নিহতদের অধিকাংশই অ্যাফ্রো-আমেরিকান। ফ্লয়েডের হত্যার ১০ দিন আগেই কেন্টাকিতে মাদক পাচারের ভিত্তিহীন অভিযোগে পুলিশ হত্যা করে ব্রেয়োন্না টেলর নামে এক মহিলাকে। যিনি ছিলেন পেশায় একজন মেডিকেল টেকনিশিয়ান। তাঁর দেহে ৮টি গুলি লাগে।

এই ধারাবাহিক পুলিশি হত্যার প্রতিবাদে করোনা প্যানডেমিকজনিত লকডাউন সত্ত্বেও হাজার-হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। প্রতিবাদী মানুষদের উল্লেখযোগ্য অংশই বয়সে নবীন অ্যাফ্রো-আমেরিকান, নারী, দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবি মানুষ। সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠী এই বিক্ষোভে অংশ নিলেও তারা নেতৃত্ব প্রদান করছে না। যদিও বিক্ষোভগুলি কোনো একটা কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হচ্ছে না, কিন্তু এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। তা হলো, একটিই দাবি—আর নয়, এবার পুলিশি সন্ত্রাস বন্ধ করতেই হবে। সমস্ত বিক্ষোভ সভাগুলি পরিচালিত হচ্ছে একটিমাত্র শ্লোগানকে সামনে রেখে—'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না'।

কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের পাশাপাশি এই বিক্ষোভ জমায়েতগুলিতে শ্বেতাঙ্গ, এশিয় ও অন্যান্য অংশের মানুষের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠার পাশাপাশি, ট্রাম্প শাসনের বিরুদ্ধে এমনকি মার্কিনি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে, যা ২০১১-র অকুপাই ওয়ার্ল্ড স্ট্রীটের আন্দোলনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ড এমন একটা সময় ঘটেছে, যখন করোনা প্যানডেমিকের সংক্রমণ রুখতে গৃহীত লকডাউনের কারণে মার্কিন জনসমাজে বেকারি ও দারিদ্র্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সংক্রমণ মোকাবিলায় ট্রাম্প সরকারের ব্যর্থতার কারণে অসংখ্য মানুষের জীবনহানির প্রসঙ্গটিও। এই সবকিছুরই যোগফল হলো, মানুষের বিপুল ক্ষোভ, যা ঐ দেশের সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। এমনকি খোদ মার্কিন রাষ্ট্রপতিও বাধ্য হয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্য হোয়াইট হাউসের পাতালপুরীতে আত্মগোপন করতে। জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মিডিয়াপোলিশের পুলিশ দপ্তরটিকেই গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐ শহরের মেয়র। তিনি জনসাধারণের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। □

১৩ মার্চ, ২০২০

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

রাজ্য কো- অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে, সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বর্তমান সময়ে নারী সমাজের বিপন্নতা ও উত্তরণের পথ'। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মহিলা আন্দোলনের নেত্রী বনবাণী ভট্টাচার্য। বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আবিশ্ব নারীরা দু'ধরনের শোষণের শিকার। একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক শোষণ, অপরদিকে পুরুষতন্ত্রের সামাজিক শোষণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রের কারণে শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসেবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন নারীরাই। কারণ মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই, শ্রম আইন শিথিল

সুতপা হাজরা

বনবাণী ভট্টাচার্য

প্রভৃতির প্রথম শিকার হন শ্রমজীবী নারীরাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটি চিরন্তন বৈশিষ্ট হলেও, নয়া উদারবাদের যুগে এর মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী চরিত্র আজ অন্তর্হিত। পাশাপাশি পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক শোষণের সাথেই সহাবস্থান করে সামাজিক শোষণও। একদিকে নারীকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অপর দিকে তাকে শুধুমাত্র ভোগের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দ্বিবিধ শোষণের প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে নয়া উদারবাদ পর্বে। আবার সাম্প্রতিক সময়ে নয়া উদারবাদ মহাসংকটে জর্জরিত হওয়ায় দেশে দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। যার বিপুল অভিঘাত নেমে আসছে নারীদের ওপর। আমাদের দেশেও চিত্র তাই। আর এস এস-বি জে পি নারীদের দ্যাখে 'মনু স্মৃতির' দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ব ইতিহাসে এটা প্রমাণিত সত্য যে, একমাত্র 'সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থাই নারীদের সমস্ত রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারে। আর সেই লক্ষ্যে লড়াইটা পরিচালনা করে বামপন্থীরা। তাই বামপন্থাকে হাতিয়ার করেই বিপন্নতা থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। এই সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা। দেবলা মুখার্জি ও শাশ্বতী মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করে। এই আলোচনা সভায় মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। □

ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ

▶▶ চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

সংক্রান্ত ধারণার ওপর আক্রমণ। হাঙ্গেরিতে অরব্যান ক্ষমতায় আসার পরেই বিদ্যালয়গুলিকে উদারবাদী ও মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্র বলে নিন্দা করেন। হাঙ্গেরি জুড়ে প্রধান যে শিক্ষাসূচী তৈরী করা হয়, তাতে হাঙ্গেরির পৌরাণিক অতীতকে গৌরবান্বিত করে উল্লেখ করা হয়। যে কোনো শিক্ষাসূচী, তা যদি বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন তৈরীর সুযোগ না রাখে তাহলে তা সমালোচিত হয়—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমস্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনই লিঙ্গ চর্চার বিরোধী। কারণ এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপিত করে। এই ধরনের সরকারের কোনো বিশেষত্ব প্রয়োজন নেই। অ্যাডলফ্ হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম্ফ'-এ মন্তব্য করেছিলেন, প্রচারের মাত্রা ব্যক্তি বিশেষের নিম্নতম বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী বেঁধে দিতে হবে এবং জনগণের আত্মস্থ করার ক্ষমতা সীমিত। তাই সমস্ত প্রচারেই কোনো বিতর্কিত বিষয় রাখা যাবে না এবং অল্প কথায় শ্লোগানের আকারে বারংবার দক্ষ বাগ্মীতা সহ উচ্চারণ করতে হবে। দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস করে, দেশের অতীত সম্পর্কে নির্মিত অতিকথার (মিথ) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকার।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল, পৌরাণিক কাহিনীকে সত্য ঘটনায় রূপান্তরিত করা যা ব্যাপক আকারে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। এই কারণেই ইতিহাসের পুনর্লিখন এত জরুরী ঃ নতুন 'সত্য' কে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কিছু প্রচলিত অধ্যায়কে এমনকি বাতিল করে দেওয়া হয়, নতুন 'নায়ক'দের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসা হয় এবং বহু পুরনো নায়ককে দেশ বিরোধী চিহ্নিত করে নিন্দা করা হয়। এমন মন্তব্য করা যা বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার বা বিকৃত করে। নতুন কল্পকাহিনী নির্মাণের জন্য এই ধরনের মন্তব্য বারংবার উচ্চারিত হয়। কল্পকাহিনীকে সত্যে রূপান্তরিত করার যে চর্চা তাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করা হয়। সম্প্রতি গোমূত্র ও গোবরকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণার জন্য অনুদান দেওয়ার কথা সরকারী ভাবেই ঘোষণা করা হয়। তাহলে এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার ভূমিকা কী? বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য হল, কল্পকাহিনী নির্ভর জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় গৌরব ও সাংস্কৃতিক ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানো। বুদ্ধি জগতের যা কিছু সৃষ্টি—সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব কিছুরই উৎস মাতৃভূমি। ভারতে, সমাজে যা কিছু ভাল, তা সবই হিন্দুদের। ইউরোপে যা কিছু ভাল, তা সবই সাদা চামড়ার অবদান। ট্রাম্পের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দেশের সমস্ত সমস্যার মূলে নাকি রয়েছে অশ্বেত এবং অখ্রীস্টান মানুষজন। যে কোনো সজীব গণতন্ত্রের প্রয়োজন, জনমত বিনিময়ের জন্য একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময় শব্দকোষ। সামাজিক ও শারীরিক প্রয়োজনীয়তা উভয়েই জটিল।

এই জটিলতাকে বোঝার জন্য এবং সূক্ষ্ম প্রভেদগুলিকে ধরার জন্য একটি পরিশীলিত প্রকরণের প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই এই প্রকরণ সৃষ্টি করতে পারে। ফ্যাসিবাদী রাজনীতি জ্ঞানের এই প্রাচুর্যকে হীনমান ও দুর্বল করে, এর পরিবর্তে এমন কিছু নিয়ে আসতে চায় যা সরল, প্রত্যক্ষ ও ভ্রান্তি, এবং যার ফলে জটিল বাস্তবতাকে আড়াল করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলিকে মার্কসবাদ ও নারীবাদের ঘাঁটি হিসেবে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রচার পরিকল্পনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে, এদের চিহ্নিত করে অবমাননা করা হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক ও পেশা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে গবেষণা ও নতুন ধারণার জন্ম হয়, সেগুলিকে নিঃশব্দে দখল করে, শাসক দলের ঘনিষ্ঠ আমলা ও শিক্ষাবিদদের বসানো হচ্ছে। এরপরে পুনর্গঠনের নামে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়ঃ কিছু মানুষের সম্মানহানি করা হয়, কিছু মানুষের শাস্তি হয়। অন্যান্যদের ভয় দেখিয়ে বাগে আনা হয়, পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা হয়, গবেষণার বিষয় পাল্টে দেওয়া হয়, এবং প্রশাসন কেন্দ্রীভূত হয়।

ক্রমান্বয়ে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা স্তর পর্যন্ত, অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশেই এই ঘটনা ঘটছে। ভারতেও এই ঘটনা ঘটছে নিঃশব্দে ক্ষিপ্রগতিতে। □

করোনা ভাইরাস

▶▶ চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

যায়। এ সি ই-২ প্রোটিনের মানুষের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে একটা ভূমিকা রয়েছে। ইউহানের একটি হাসপাতাল থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত রোগীর উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ রয়েছে, তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী। যদিও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো যায় কি না, তা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ।

যখনই একটি ভিরিয়ন এ সি ই-২ অনুর সংস্পর্শে আসে, এটি কোষের বাইরের দিকে ইচ্ছে মতন একটি দ্বিতীয় প্রোটিনের স্তর তৈরি করে। এটি এক ধরনের এনজাইম, যার নাম টি এম পি আর এস এস ২। এই এনজাইমের কাজই হ'ল অন্যান্য প্রোটিনকে ফাটিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এই টি এম পি আর এস এস ২ এনজাইমই স্পাইক প্রোটিনকে ভেঙে ভাইরাসকে রাস্তা করে দেয়। এর ফলে ভিরিয়ন কোষে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং সেখানে এটি খুলে যায় এবং আর এন এ নির্গমন করে।

করোনা ভাইরাসের ক্রোমোজোমগুচ্ছ অন্যান্য আর এন এ ভাইরাসের ক্রোমোজোমগুচ্ছ থেকে দীর্ঘতর। এইচ আই ভি'র ক্রোমোজোমগুচ্ছের তিনগুণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের দ্বিগুণ এবং ইবোলা ভাইরাসের দেড়গুণ। এর একদিকে চারটি কাঠামোগত প্রোটিনের জিন এবং আটটি জিন ক্ষুদ্র 'সহযোগী' প্রোটিনের জন্য। এই ক্ষুদ্র সহযোগী প্রোটিন মানুষের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে দুর্বল করে। এগুলির মোট সংখ্যা সর্বমোট ক্রোমোজোমগুচ্ছের এক তৃতীয়াংশ। বাকিটা গঠন করে একটি জটিল জিন নাম Replicase। কোষের মধ্যে আর এন এ অনুর সংখ্যা বৃদ্ধির কোষ পদ্ধতিগত সুবিধা নেই। তাই ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধির জিন বাইরে থেকে নিয়ে আসে। Replicase জিন দুটি বড় পলিপ্রোটিন তৈরী করে, যেগুলি আবার ১৫টি, ১৬টি ছোট কাঠামোহীন প্রোটিনে পরিণত হয়। এই প্রোটিনগুলি সংখ্যাবৃদ্ধি ও পরখ করার কাজটা করে। এছাড়াও আরও অন্য কাজও তাদের থাকতে পারে। কোষের মধ্যে কাঠামোগত প্রোটিন ও আর এন এ উভয়ই প্রস্তুত হওয়া শুরু হলে, নতুন ভিরিয়ান উৎপাদন শুরু হয়। এই নতুন ভিরিয়ান একই কোষের অন্য কোষ বা অন্য দেহের কোষে প্রবেশ করে, উল্লিখিত পদ্ধতি পুণরায় চালু করে। □

আলোচনা সভা

▶▶ পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হত। কিন্তু রানীর শাসন শুরু হওয়ার পর, এদেশেই পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে এখানেই শিল্প গড়ে উঠলো। এদেশের বুকে আত্মপ্রকাশ করলো আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক আন্দোলনেরও বীজ রোপিত হয়। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার প্রসার সারা দেশ, বিশেষত বাংলায় নিয়ে আসে নবজাগরণ। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস। ধীরে ধরে এই কংগ্রেস বিভিন্ন মত ও ধারার আন্দোলনের মঞ্চে পরিণত হয়। উদারবাদী, বামপন্থী, কমিউনিস্ট এবং এমনকি দক্ষিণপন্থী আর এস এস। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও, লক্ষ্য ছিল একই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আর এস এস। তারা একদিকে যেমন মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ ও হিটলারের নাৎসিবাদের সমর্থক ছিল। তেমনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা কখনও করেনি। প্রথম থেকেই তাদের শত্রু মুসলিম ও কমিউনিস্টরা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্-পর্বে তারাও জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের মতো ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবি করেছিল। যদিও তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই সংবিধান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েও চেষ্টা হয়েছিল স্বনির্ভর অর্থনীতির গড়া। কিন্তু নয়া উদারবাদী অর্থনীতি সেই স্বনির্ভর ভিত্তিকে দুর্বল করছে। আর ধর্ম নিরপেক্ষতার ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে বিজেপি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতার আসার পর। আর এস এস-র লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলা। আর সেই লক্ষ্যেই সি এ এ-এন পি আর-এন আর সি কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে। যার লক্ষ্য সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে এদেশ থেকে বিতারণ অথবা এদেশেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা। স্বভাবতই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বিনষ্ট করা ও সংবিধানের ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। □

জাতীয় দাবি দিবসের কর্মসূচী

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, মহার্ঘভাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না এছাড়াও সি এ এ, এন পি আর, এন আর সি-র বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ সহ জাতীয় দাবি দিবস-এর কর্মসূচী প্রতিপালিত হয় কলকাতাস্থিত কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল-এ, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর আহ্বানে গোটা দেশের সর্বভারতীয় দাবি দিবসের অঙ্গ হিসাবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যুক্ত কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে এদিনের কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য, দাবিপ্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে শুরুতেই তিনি বলেন বর্তমানে দেশের অর্থনীতি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের চাপে দেশের এক বৃহৎ অংশের মানুষ তাদের পারিবারিক খরচ ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ কমাতে বাধ্য হয়েছেন। লোকসভায় সাম্প্রতিক পেশ হওয়া বাজেটে দেশের অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর কোনো দিশা নেই, দেশের শাসকের এখন লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে দেশের বাজারকে বিদেশী পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, অপরদিকে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রীর উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিদিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার শ্লথ হচ্ছে, জবলেস গ্রোথ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এযেন এক দারিদ্রের ভারত, বৈষম্যের ভারত, পুঁজিপতি-কর্পোরেটের ভারত। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও বাজেটে কোনো দিশা নেই, অপরদিকে ঋণ নিয়ে মিথ্যাচার চলছে। কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কোথায় হচ্ছে তা বলা হচ্ছে না। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মহার্ঘভাতাহীন বেতন চালু করা হল ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সরকারী রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। পঞ্চম বেতন কমিশনে মহার্ঘভাতার অধিকার রক্ষিত ছিল কিন্তু ষষ্ঠ বেতন কমিশনে মহার্ঘভাতার বিষয়ে কিছু বলা নেই। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর কর্মচারী সমাজকে আবৃত করে লড়াইতে শামিল হতে হবে। কোনো কোনো সংগঠন মহার্ঘ ভাতার অধিকার নিয়ে আইনী লড়াইতে নেমেছেন কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আইন-এর লড়াই কৌশল হতে পারে কিন্তু একমাত্র পথ নয়। একমাত্র পথ রাস্তায় নেমে লড়াই আন্দোলন করা। গোটা দেশের মানুষ যখন দেশের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দেশের সম্পদ বিক্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে পথে নামছেন তখন এই ক্ষোভকে প্রশমিত করতে বিভাজনের রাজনীতি নামিয়ে আনা হচ্ছে তা সি এ এ বা এন আর সি যেটাই হোক। এর বিরুদ্ধে JNU থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন দিশা দেখাচ্ছে। গোটা দেশ জুড়ে ছাত্র-যুব মহিলারা রাষ্ট্রের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন যা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র ন্যূনতম মহার্ঘভাতার লড়াই নয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই, সংবিধান রক্ষা ও সাংবিধানিক কাঠামোকে রক্ষার লড়াইতে আমাদের জয়ী হতে হবে। এর পরবর্তীতে তিনি মূল দাবি প্রস্তাব পাঠ করেন।

প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচীতে উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন পুণে শহরে অনুষ্ঠিত AISGEF -এর বিগত ২৮-৩০ ডিসেম্বর-এর National General Council সভা থেকে ৬ দফা দাবিতে গোটা দেশ জুড়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ জাতীয় প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আজকের এই কর্মসূচীকে কেন্দ্রে করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা রাস্তায় নেমেছেন, গোটা দেশের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে এর বিরুদ্ধে যুবরা কর্মসংস্থানের দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দিল্লি অভিযানে শামিল হচ্ছে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করতে না পারলে এই পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে অতিক্রম করা যাবে না। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীরা মাত্র ৫, ৭, ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ন্যূনতম বেতনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। New Pension Scheme (NPS) সারা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে (কন্ট্রিবিউটারি পেনশন স্কিম)। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত বলেছিলেন আমরা NPS চালু করব না, পেনশন কোনো দয়ার দান নয়। আর আজকে আমরা মহার্ঘভাতাহীন বেতন পাচ্ছি। আসলে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিষ্কার। দেশ ও রাজ্যের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে ভাঙার জন্য বিভাজনের রাজনীতিকে ব্যবহার করছে শাসকশ্রেণী। যখন ভয়-ভীতি দেখিয়ে হচ্ছে না তখন জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও-এর ধ্বংসলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করছি সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লির ঘটনায়। এর বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করছেন, দিল্লিতে তথা প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিতে আজ প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। দেশের শাসকের চোখে চোখ রেখে বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন, ৮ জানুয়ারি ২০২০ ধর্মঘটে শামিল হয়ে প্রায় ২৫ কোটি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ দেশের সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সরকার যদি তার নীতি না বদলায় তবে শ্রমজীবীরা তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা দেশের সরকারকে নীতি বদলাতে বাধ্য করবে। দেশের সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ৮ লক্ষ কোটি টাকা কর্পোরেটদের ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছে কিন্তু কৃষকের ঋণ মকুব করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছে না। মূল্যবৃদ্ধির দাপটে সাধারণ মানুষ যখন নাজেহাল তখন দেশের সরকার গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বদলে, কৃষকের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সার-বীজ-সেচ-এ ভর্তুকির বদলে দেশের বাজার, দেশের সম্পদ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে উদ্যত। এর বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। আজকের এই দাবি দিবসের কর্মসূচীতে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দু'দফা দাবি যুক্ত করা হয়েছে। নতুন বেতন কমিশন লাগু হওয়ার সাথে সাথে প্রায় সমস্ত রাজ্য সরকারই যখন নতুন হারে ১৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিয়ে দিয়েছেন সেখানে আমাদের রাজ্যে মহার্ঘভাতাহীন বেতন যা অতীতে কখনও হয়নি। আমাদের মনে রাখা দরকার মহার্ঘভাতা দয়ার দান নয়, এটা আমাদের অধিকারের প্রশ্ন। আপামর কর্মচারী সমাজ এই ঘটনায় দারুণ ক্ষোভে ফুঁসছেন। আমাদের কাজ এই ক্ষোভকে সঠিকভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত করার মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করা।

এদিনের প্রতিবাদ দিবস কর্মসূচীর প্রধান বক্তা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ অসীম দাশগুপ্তকে পুষ্প স্তবক দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ সম্বর্ধিত করার পরবর্তীতে অসীম দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উত্থাপিত দাবিগুলির প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়ে বলেন, আজকে আমাদের দেশের অর্থনীতির যে সংকট তৈরী হয়েছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি। দেশের প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু দেশের সরকার কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা প্রতিপালন করছে না। কৃষকের সেচ-সার-ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার পরিবর্তে দেশের কাঠামোকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। ফলে কৃষিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, অপর দিকে উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পেয়ে কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের সরকার প্রতিবছরে শিল্পপতিদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ কর ছাড় দিচ্ছেন তার পরিবর্তে সে অর্থ যদি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকের ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করা হতো তাহলে মূল্যবৃদ্ধির এই দাপটে মানুষ নাজেহাল হতো না। ১০০ দিনের কাজে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস না করে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এত বেশী পরিমাণ কমে যেত না। আসলে বাজার দখল করতে গিয়ে উদারনীতির কুফলে গ্রামীণ ভারতবর্ষের বাজারটাই আজ আক্রান্ত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে দেশের মানুষ তথা দেশের অর্থনীতি যে সাম্প্রতিক সময়ের মহামন্দা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল আজ ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি বা ব্যাঙ্ক গুলির সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষেত্রটিও আক্রান্ত। বড় বড় শিল্পপতিদের বিপুল অঙ্কের ঋণ দেওয়া, পরবর্তীতে তা উদ্ধারের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার মধ্য দিয়েই ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রটিকে অলাভজনক করা হচ্ছে। আবার একজন দরিদ্র কৃষক যখন বহু চেষ্টার পর সামান্য অর্থ ঋণ পাচ্ছেন তিনি তা পরিশোধ করতে না পারলে তাঁকে বাধ্য করা হচ্ছে প্রয়োজনে তাঁর বসত বিক্রি করে ঋণ পরিশোধে। একই সরকার অথচ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিষ্কার। বীমাক্ষেত্রেও আজ আক্রমণের মুখে, এই ক্ষেত্রটিকেও বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নিচ্ছে দেশের সরকার। এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক-বীমার কর্মচারীরা লড়াই করছেন। দেশ-তথা রাজ্যে দীর্ঘদিন সরকারী বিভিন্ন স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। যা হচ্ছে তাও চুক্তিভিত্তিতে। এক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ সমকাজ, সমবেতনকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার দীর্ঘ বঞ্চনার পর বেতন কমিশন লাগু করলেও কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত করছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হলে নেতৃত্বদের দূরদূরান্তে বদলি করা হয়েছে—এটা বেআইনী, আমাদের মাথায় রাখতে হবে কর্মীদের ওপর আঘাত উদারনীতির লক্ষ্য। এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক-বীমা কর্মচারীদের মতো আপনাদেরও লড়াইতে যেতে হবে। নয়া পেনশন প্রকল্প আমরা আমাদের রাজ্যে লাগু হতে দিইনি। ত্রিপুরাও তখন তা লাগু করেনি যা বর্তমানে ওই রাজ্যের বি জে পি সরকার কার্যকর করেছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের ঐক্যকে ভাঙার জন্য ধর্ম নিয়ে বিভাজনের চেষ্টা করা হবে শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে। কিন্তু আমাদের প্রচার করতে হবে বিকল্প পথের কথা যার মধ্য দিয়ে দেশের কৃষক থেকে শ্রমিক সকলেই উপকৃত হবে আর তা একমাত্র সম্ভব রাষ্ট্রের কল্যাণকর ভূমিকার মধ্য দিয়ে। তাই শুধু কর্মচারী নন দেশের কৃষক-শ্রমিক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী সকলকে যুক্ত করতে হবে দাবি আদায়ে। আন্দোলনকে জয় করতে হলে মানুষকে যুক্ত করতে হবে তবেই এই পরিস্থিতিকে জয় করা সম্ভব। □

দেবাশীষ রায়

সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন● সমিতি সম্মেলন● সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন-র ৬৯-৭০তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ির কমরেড অশোক রায় মঞ্চ (কিরণচন্দ্র ভবন), কমরেড কুমারেশ মুখোপাধ্যায় নগরে। ১১ জানুয়ারি '২০ এক বর্ণাঢ্য মিছিলের মধ্য নিয়ে সূচনা ঘটে এই মহতী রাজ্য সম্মেলনের। সম্মেলনের শুরুতেই রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির অন্যতম সহ সভাপতি পার্থপ্রতিম ভৌমিক। রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য্য। উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদের সভাধিপতি অধ্যাপক তাপস সরকার। প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী, লিটন পান্ডে, দেবাশীষ মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা অচিন্ত্য সরকার, ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়ক রামেশ্বর বক্সী ও নন্দা সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা সমন পাঠক। রাজ্য প্রশাসনের উন্নয়নমূলক কাজের তৃণমূল স্তরে যুক্ত প্রযুক্তিবিদদের এই সম্মেলনের বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় ডঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস। বর্তমান সময়ের অভিঘাতে একজন প্রযুক্তিবিদের চোখে সমাজ ও করণীয় প্রসঙ্গে তাঁর সময়োপযুক্ত বক্তব্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে কয়েকটি জরুরি প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজ্যের ২০টি জেলা ও কলকাতার অঞ্চলগুলি থেকে আগত ২১৯ জন প্রতিনিধির উপস্থিতি (একজন মহিলা প্রতিনিধিসহ) ও সম্মেলনের প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনে আগামী দিনে অনুগামী সমাজসহ প্রতিবাদ- আন্দোলনের বৃহত্তর পরিসরে যুক্ত হওয়ার প্রত্যয় ঘোষিত হয়। সমিতির মুখপত্র 'সংযোগ'-এর পঞ্চাশ বছরে পদার্পণকে কেন্দ্র করে এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে 'গর্বের পঞ্চাশ বছর'-কে স্মরণীয় ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সমিতির নেতা তথা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সময় ও করণীয় প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেন। এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটেছিল শিলিগুড়ি শহরের সংগ্রামী মানুষের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি শহরের মেয়র তথা বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য। অভ্যর্থনা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সহায়তা প্রদানসহ, তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রতিনিধিদের অনুপ্রাণিত করেছে।

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল—১০ জানুয়ারি সম্মেলন স্থলেই বুকস্টল উদ্বোধন। বুক স্টলটির উদ্বোধন করেন সমিতির নেতা তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সভাপতি মানস দাস এবং প্রয়াত কুমারেশ মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্কলনের উদ্বোধন করেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। সংকলনটির প্রকাশকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন কুমারেশ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অন্যতম সংগঠক শিবানী মুখোপাধ্যায়। সম্মেলন চলাকালীন বুক স্টলটি থেকে প্রায় ৮২,০০০ টাকার বই ক্রয় করেন উপস্থিত প্রতিনিধিরা।

সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে আগামী কার্যকালের জন্য অজয় মুখার্জীকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদে সুমন কান্তি নাগ, কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অসীম কুমার মণ্ডল ও মুখপত্র 'সংযোগ'-এর সভাপতি হিসেবে সনৎ বেরাসহ ১৩৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির তৈরি হয়। □

গত ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি ২০২০, **ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের** ৪৫-৪৬তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে ও কমরেড মনিকা পাল মঞ্চে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ২৪ জানুয়ারি ২০২০ সন্ধে ৬.৩০ মিনিটে একটি প্রগতিশীল বুকস্টলের উদ্বোধন করেন সুমিত ভট্টাচার্য---সম্পাদক, সংগ্রামী হাতিয়ার।

২৫ জানুয়ারি ২০২০ সকাল ৯.৩০ মিনিটে টাকী গার্লস স্কুল থেকে সুসজ্জিত একটি বর্ণাঢ্য মিছিল শহরের কিছু পথ পরিক্রমা করে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এসে শেষ হয়। সেখানে পতাকা উত্তোলন করে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির স্থায়ী সভানেত্রী স্বস্তিকা সরকার। পরবর্তীতে সমস্ত নেতৃত্বরা মাল্যদান করেন এবং মাল্যদান পর্বের পর সবাই সারিবদ্ধভাবে সম্মেলন মঞ্চে প্রবেশ করেন। স্বস্তিকা সরকার, সীমা সাহা ও অলকা পাল-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মানস দাস, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। উদ্বোধনী সমাবেশের পরে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। প্রথমেই শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সভানেত্রী স্বস্তিকা সরকার এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি দেবশঙ্কর সিংহ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন যুগ্মসম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কণিকা দত্ত রায়। বিভাগীয় দাবিসনদ সহ খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সংগঠন সম্পাদিকা দুর্গা রায়, প্রস্তাবাবলীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম যুগ্মসম্পাদিকা পিকু ব্রহ্ম। পরবর্তীতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় ও খসড়া প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন মোট ৩৪ জন প্রতিনিধি।

২৬ জানুয়ারি আলোচনা শেষে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদিকা গীতা দে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন মালিনী ভট্টাচার্য---বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। সম্মেলন মঞ্চেসমিতির মুখপত্র সেবাব্রতীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন উদ্বোধক মানস দাস।

সম্মেলন মঞ্চে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া চারজন ছাত্রকে সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। বুকস্টল উদ্বোধনের পরে সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা দ্বারা পরিবেশিত ছোট্ট নাটিকা 'এই দেশ আমার এই মাটি আমার' বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক শাখা ও সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা দ্বারা পরিবেশিত প্রতিটি সঙ্গীত সকল প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করে। শেষে প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, খসড়া প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আগামী দু'বছরের জন্য ১০০ জনকে নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। স্বস্তিকা সরকারকে সভানেত্রী ও নিবেদিতা দাশগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদিকা, কণিকা দত্ত কোষাধ্যক্ষ ও কুমকুম মিত্রকে পত্রিকা সম্পাদিকা নির্বাচিত করে, ২২ জনকে নিয়ে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি WBMOA-র গৌরবোজ্জ্বল শতবর্ষে ৭৯তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২০, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু নগর, কমরেড প্রমথেশ মজুমদার ও কমরেড তুলসীদাস মুখার্জী মঞ্চে। এই সম্মেলন উপলক্ষে ২৪ জানুয়ারি সমস্ত প্রতিনিধি সহ কর্মচারীদের এক বিশাল বর্ণাঢ্য স্লোগান মুখরিত মিছিল মেদিনীপুর শহরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। এই মিছিলের উদ্বোধক ছিলেন কমরেড গঙ্গাধর বর্মণ, যুগ্ম আহ্বায়ক ১২ই জুলাই কমিটি, পশ্চিম মেদিনীপুর। সম্মেলনে কমরেড লীলা দত্ত ও কমরেড অমিয় কুমার দে নামাঙ্কিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বাধন করেন ডঃ অসীম দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ। সমিতির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'নয়া উদারনীতির যুগে ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভগ্নদশা' শীর্ষক রাজেন ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়, যার আলোচক ছিলেন ডঃ অসীম দাশগুপ্ত।

২৫ জানুয়ারী রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলন। শোকপ্রস্তাব পেশ করেন সমিতির সভানেত্রী দেবলা মুখার্জী। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সন্তোষ ঘোড়ুই স্বাগত ভাষণ দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ গৌতম দাস। এরই সাথে খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ হয় এবং সমর্থনে বক্তব্য উত্থাপিত হয়। সমিতির শতবর্ষ উপলক্ষে ''জাতি, জাতীয়তাবাদ পরিপ্রেক্ষিতে ভারত'' শীর্ষক কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচক ছিলেন গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। তিনি সমন্বয়ের সম্মেলন সংখ্যারও উদ্বোধন করেন। কলকাতার সাতটি জেলা সহ মোট ২৬টি জেলার ৫০ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব ও খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'গতানুগতিক ও যান্ত্রিকতা বর্জিত ও পরিস্থিতি উপযোগী এক শক্তিশালী সংগঠন' শীর্ষক প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেন সমিতির সংগঠন সম্পাদক প্রদীপ মুখার্জী ও প্রণব কর। 'বর্তমান সময়ে মুখপত্রের ভূমিকা এবং পাঠচক্রের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক প্যানেল আলোচনা পরিচালনা করেন সমন্বয় সম্পাদক মনোজ রক্ষিত ও পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ইন্দ্রনীল সান্যাল। মহতী সম্মেলনে আগামী কর্মসূচী ও করণীয় বিষয়ে বক্তব্য উত্থাপন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন অরূপ চন্দ। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক আশিস সাঁতরা বক্তব্য রাখেন। আয়-ব্যয়ের জবাবী বক্তব্য রাখেন গৌতম দাস। প্রতিনিধিদের সার্বিক আলোচনা গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দু কুন্ডু। সম্মেলন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি দেবলা মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড অরূপ চন্দ ও কমরেড প্রণব দাস, কোষাধ্যক্ষ দীপক রায়, দপ্তর সম্পাদক ঝিমলি দিগ্‌পতি, সমন্বয় সম্পাদক ইন্দ্রনীল সান্যাল, সমন্বয় সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চ্যাটার্জী, সহ ৩৪ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই মহতী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। □

গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে **পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের** ৪৭তম (নবপর্যায়) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বৌবাজারের ভারতসভা হলে। সভাস্থলের নামকরণ হয়েছিল কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর এবং সভামঞ্চের নাম হয়েছিল কমরেড সুনীল গোস্বামী, কমরেড শম্ভুনাথ বেদজ্ঞ এবং কমরেড বিপুল বিশ্বাস মঞ্চ।

সম্মেলন শুরুর পূর্বে সকাল ১১টায় বুকস্টল উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাণী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান পর্ব শেষ করে প্রতিনিধিরা সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সূচনাপর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চলের সম্পাদক এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সন্দীপ দত্ত বক্তব্য রাখেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা সুতপা হাজরা সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন।

এরপর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক প্রতীক রায়চৌধুরী, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ শিবাজী মুখার্জী এবং আটটি প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখেন সমিতির অন্যতম সহ-সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু কর এবং তার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির অপর সহ সম্পাদক অমিতাভ ঠাকুর।

প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং এই সমিতিরও নেতৃত্ব বিজয় শংকর সিংহ। মোট ২৪ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন।

বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সুনীল সিং। সাধারণ সম্পাদক প্রণব কর জবাবী ভাষণ পেশ করেন। এরপর ৪৭তম (নবপর্যায়) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন পরবর্তী ২ বছরের জন্য সভাপতিমণ্ডলী ও কার্যকরী কমিটির সদ্যসদের নামের প্রস্তাব পাশ হয়। নবনির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—সভাপতি ঃ সুচেতা সাহা, সাধারণ সম্পাদক ঃ প্রণব কর, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় ঃ প্রতীক রায়চৌধুরী, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, দপ্তর সম্পাদক ঃ অপূর্ব রায় ও কোষাধ্যক্ষ ঃ সঞ্জয় ঘোষ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আজিজুল কাজী ও পঙ্কজ চক্রবর্তী। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত বুক স্টলে ১৫,৪৭০ টাকার বই বিক্রি হয়। আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। □

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর ও কমরেড অভিজিৎ চক্রবর্তী মঞ্চে (কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল) **রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি**-র ৪৬তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সভাপতি সোমনাথ ঘোষ কর্তৃক রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে ৪৬তম সম্মেলন শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিমের সদস্যবৃন্দ। ৪৬তম সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবলা মুখার্জী।

৪৬তম সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দেবশঙ্কর সিন্‌হা। সম্মেলন থেকে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয় ও ব্যয় হিসাব এবং বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী পেশ করেন যথাক্রমে তরুণ চক্রবর্তী, সোমনাথ নিখাদ এবং অর্চনা সাহা। সম্মেলনে উপস্থিত ৮৪টি প্রতিনিধির মধ্যে ৯ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। ৪৬তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন থেকে ৪৩ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৭ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী গঠিত হয়। দ্বিবার্ষিক সম্মেলন মঞ্চ থেকে নির্বাচিত হন সভাপতি সোমনাথ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক উত্তম দাস, যুগ্ম সম্পাদক তরুণ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ নিষাদ এবং দপ্তর সম্পাদক দীপক রায় সহ অন্যান্যরা। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ড্রাইভার্স ও মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে (কমঃ অজয় মুখোপাধ্যায় নগর ও কমঃ ছিত্বেশ্বর সিং মঞ্চ) অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সহ সভাপতি কৃষ্ণপদ বিশ্বাস। কৃষ্ণপদ বিশ্বাস ও তাপস দাস এবং সম্পাদকমণ্ডলীর বর্ষীয়ান সদস্য গুরুপদ সরকারকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা পূর্বাঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক দেবশঙ্কর সিন্‌হা স্বাগত ভাষণ দেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত পাটনি, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ হরিপদ দাস। ৬টি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক উৎপল রাজবংশী। এর পর ১৬টি জেলার ১৯ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনের বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। ১০২ জন প্রতিনিধি ও ২৯ জন ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিনিধি ও ১০ জন আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত বক্তব্যকে গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্না। সম্মেলন থেকে ৪৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—সভাপতি ঃ তাপস দাস, সাধারণ সম্পাদক ঃ অর্জুন মান্না, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় ঃ উৎপল রাজবংশী ও কৃষ্ণকান্ত পাটনী, কোষাধ্যক্ষ ঃ নিরঞ্জন মণ্ডল এবং দপ্তর সম্পাদক ঃ উদয় মল্লিক। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন-এর ৩৫তম রাজ্য সম্মেলন গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ আলিপুরদুয়ার জেলাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে মিছিলের মধ্যে দিয়ে ৩৫তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি অমিত বোস। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পরবর্তী কালে বুক স্টলের উদ্বোধন করেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি শিউলি ঘোষ। আলিপুরদুয়ার জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক টিমের পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশনের পর অমিত বোস, প্রবীর চক্রবর্তী, তাপস সাহা, শিখা চৌধুরীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ারের সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সেতু চট্টোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই সম্পাদকীয় প্রতিবদন উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শেখ সুজাউদ্দিন আহমেদ। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নারান মিশ্র, খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন তাপস সাহা। এছাড়াও বিশেষ ৫টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবগুলি পেশ ও সমর্থনে আলোচনা করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ২ জন মহিলা সহ মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মোট ১৮ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি শিউলি ঘোষ স্বাগত ভাষণ দেন। এছাড়াও এ বি টি এ-র নেত্রী কাকলি ভৌমিক অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অধিবেশনের শেষ পর্বে খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর জবাবী ভাষণ দেন হাবিবুর রহমান। আয়-ব্যয়ের উপর জবাবী ভাষণ দেন নারান মিশ্র। সমস্ত আলোচনা গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার দাস। তিনি আগামী ২ বছরের সংগঠন পরিচালনার জন্য মোট ৪৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১১ জন পদাধিকারীর নামের প্রস্তাব পেশ করেন। যুগ্ম সম্পাদক সুজাউদ্দিন প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। সভাপতি সভাস্থল থেকে সর্ব সম্মতিতে প্রতিনিধিদের করতালির মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি সভা থেকে ১৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অমিত বোসের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দুপুর ২ টোর সময় শেষ হয় এই মহতী সম্মেলন।

আগামী ২ বছরের জন্য নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—সভাপতি ঃ সুব্রত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ঃ শেখ সুজাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক ঃ মিহির জানা ও নব্যেন্দু ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ঃ হাবিবুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক ঃ অর্কপ্রভ নাথ। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 10th Issue 2020

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

১৬-১৭ মার্চ, ২০২০

মহার্ঘভাতার বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ দিনাজপুর

হাওড়া

পূর্ব বর্ধমান

বাঁকুড়া

কলকাতা মধ্যাঞ্চল

এই বছরের জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, সংশোধিত বেতন-ভাতা চালু হয়েছে। যদিও সংশোধিত বেতন-ভাতা সংক্রান্ত প্রকাশিত 'রোপা রুলস' ২০১৯-এর বিভিন্ন অসঙ্গতি কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। আবার শুধুমাত্র অসঙ্গতিই নয়, দীর্ঘচার বছর ধরে বেতন কমিশনের কাজকে বিলম্বিত করে যে বঞ্চনার শিকার কর্মচারীদের করা হয়েছিল, সংশোধিত বেতন চালু হওয়ার পরে সেই বঞ্চনার অবসান ঘটেছে বলা যাবে না। যেমন বেতন বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়, বাড়ি ভাড়া ভাতার হার হ্রাস করা হয়েছে, বেতন কাঠামো সংশোধনের ক্ষেত্রে যে 'ম্যাট্রিক্স' (ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর) গ্রহণ করা হয়েছে, বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধিরপ্রশ্নে এই ম্যাট্রিক্সকে ব্যবহার করা হয় নি। ২০১৬-র জানুয়ারি মাস থেকে এই বেতন কমিশন কার্যকরী করার কথা বলা হলেও কর্মচারীরা বর্ধিত বেতন হাতে পেলেন ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে। মাঝের চার বছরের বর্ধিত বকেয়া বেতনের কোনো অংশই দেওয়া হয়নি। কিন্তু সর্বাধিক বঞ্চনা করা হল মহার্ঘভাতাকে কেন্দ্র করে। এই রাজ্যের কর্মচারীদের যখন বর্ধিত বেতন চালু হয়, তখন সংশোধিত বেতনক্রমের হিসেবে কেন্দ্রীয় হারে ১৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা তাঁদের বকেয়া। কিন্তু ১ শতাংশ মহার্ঘভাতাও সংশোধিত বেতনের সাথে দেওয়া হল না। এমনকি জানুয়ারি মাসের 'পে স্লিপ'-এ মহার্ঘভাতা শব্দটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হল।

স্বভাবতই মহার্ঘভাতার মতন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, বহু লড়াই-এর মধ্য দিয়ে অর্জিত একটি অধিকারকে নস্যাৎ করার রাজ্য সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কর্মচারীরা। গত ৪ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সারা রাজ্যে এই বিক্ষোভের ফলে সরকারের সম্বিৎ ফিরেছে এটুকুই যে, ফেব্রুয়ারি মাসের পে-স্লিপে ডি এ শব্দটিকে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে। ফলে বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ালো ২১ শতাংশ। স্বভাবতই কর্মচারীদের ক্ষোভের পারদ চড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে গত ১৬-১৭ মার্চ সারা রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে। এই দু'দিন বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ জমায়েত হয়। এমন কি অধিকাংশ জেলায় মহকুমা ও ব্লক স্তরেও এই কর্মসূচী প্রতি পালিত হয়। কলকাতার মহাকরণ, নব-মহাকরণ, কলকাতা কালেক্টরেট, খাদ্য ভবন, বিকাশ ভবন, বাণিজ্য কর দপ্তর, পি এস সি দপ্তর প্রভৃতি স্থানেও বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। কয়েক হাজার কর্মচারী এই কর্মসূচীগুলিতে অংশ নেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ জানিয়েছেন, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি সহ অন্যান্য জরুরী দাবি নিয়ে আগামী ৩ এপ্রিল, ২০২০ যারা রাজ্যে বৃহত্তর আকারে কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। □

মহার্ঘভাতার বঞ্চনা প্রসঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা কোনো দয়ার দান নয়, এটা ন্যায্য ও আইনী অধিকার All India Consumer Price Index অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বছরে জানুয়ারি ও জুলাই মাসে মূল্য বৃদ্ধির জন্যে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে। সেই অনুযায়ী দেশের সব রাজ্য সরকারও মহার্ঘভাতা দিয়ে থাকে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বেতন কমিশন চালু হওয়ার পর ১৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছিল। আজ ১৩ মার্চ ২০২০ কেন্দ্রীয় সরকার ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য। ফলে এই মুহূর্তে এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ সরকার পোষিত অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল **২১ শতাংশ (১/৭/১৬–২ শতাংশ, ১/১/১৭–২ শতাংশ, ১/৭/১৭–১ শতাংশ, ১/১/১৮–২ শতাংশ, ১/৭/১৮–২ শতাংশ, ১/১/১৯–৩ শতাংশ, ১/৭/১৯–৫ শতাংশ এবং ১/১/২০–৪ শতাংশ)**। অথচ আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকার মহার্ঘভাতা বিহীন বেতন কমিশন চালু করেছে যা ভূভারতে কোথাও হয় নি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বছরে দুটি মহার্ঘভাতা পেয়েছি, আবার কোনো বছরে তিনটি মহার্ঘভাতাও পেয়েছি। চারটি বেতন কমিশন মহার্ঘভাতা ও বকেয়া বেতন সহ পেয়েছি। বর্তমান রাজ্য সরকার দারুণ ভাবে বঞ্চিত করছে। যার জন্যে কর্মচারী ও শিক্ষকেরা স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ। উপরন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে ভাবে বলা হচ্ছে তাতে কর্মচারী, শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সামাজিকভাবে বঞ্চনা ও অপমান করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। রাজ্য সরকারের এই তীব্র বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার, ১৬ মার্চ ২০২০ কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, মহকুমা, জেলা সদরের প্রতিটি সরকারী দপ্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভে শামিল হবেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। এই প্রতিবাদ কর্মসূচীতে দল-মত-সংগঠন নির্বিশেষে সমগ্র কর্মচারী সমাজকে অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে বিবেচনার জন্য বলছি অন্যথা সব অংশের কর্মচারী ও শিক্ষকদের নিয়ে যৌথভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে অর্থাৎ প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো কর্মসূচীতে যেতে আমরা বাধ্য হব।

বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

মহার্ঘভাতার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/২১/২০ তারিখ ঃ ১৬.০৩.২০২০

মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান প্রসঙ্গে

মাননীয়া,

আপনার স্মরণে থাকতে পারে যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতন সংশোধনী বিধি, ২০১৯ (রোপা রুলস, ২০১৯) এবং পেনশনারদের জন্য সংশোধিত পেনশন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবির সঙ্গে বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্পর্কে বেতন কমিশনের নীরবতা এবং প্রকাশিত রোপা রুলসে প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতার বিষয়টি অনুল্লেখিত থাকায় সমগ্র কর্মচারী সমাজ ও পেনশনারদের মধ্যে যে বিপুল উদ্বেগ এবং হতাশা তৈরী হয়েছে, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার সুচিন্তিত বিবেচনা ও হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। (স্মারক নং ঃ ৬৮/১৯ তাং -২১/১১/২০১৯)

ইতিমধ্যে গত (তাং-১৩/০৩/২০২০) কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ২১ (একুশ) শতাংশ মহার্ঘভাতা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরও ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৮ কিস্তিতে বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১ (একুশ) শতাংশ।

দেশজোড়া তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, বিশাল মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য অংশের মতন রাজ্যের বেতনভুক শ্রমিক-কর্মচারীরা ও তাদের পরিবারগুলি ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিও তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত মহার্ঘভাতা প্রদানে কোনো কার্পণ্য করছেন না।

এমতাবস্থায় রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য বকেয়া মহার্ঘভাতার কিস্তিগুলি দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে গত ২৮ জুন, ২০১৯ বিধানসভায় কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা হয়েছিল। কিছু বিষয়ে এখনও সুরাহা হয়নি।

বিষয়গুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে বিশদে আলোচনার জন্য আপনার সুবিধামত একটি দিন ও সময় ধার্য করে আমাদের জানানোর জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/২২/২০ তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২০

মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ **মারণ করোনা ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুরক্ষা বলয় তৈরী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কে।**

মাননীয়া,

বর্তমান সময়ে মারণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করতে একাধারে জনসচেতনা সৃষ্টি এবং প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক সম্ভাব্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়গুলি সরকারী স্তরে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও আমরা ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ধরনের ইনডোর, আউটডোর কর্মী ও নার্সিং ক্যাডারের কর্মীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়েছি এবং একই সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মীদের এ ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে প্রচার গড়ে তুলতে অবেদন জানিয়েছি।

এসবের পাশাপাশি সংক্রমণ ঘটলে স্বীকৃত প্রোটোকল অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সর্বাগ্রে সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আনা প্রয়োজন। স্যানিটাইজার, মাস্ক, প্রয়োজনীয় পোশাক এবং পর্যাপ্ত ঔষধপত্র ইত্যাদির সরবরাহ সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি 'আইসোলেশন' ওয়ার্ড সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন

এই জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় আমাদের সংগঠন প্রয়োজনীয় সবধরনের সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে প্রস্তুত থাকবে।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।